ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"

মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

১৪শ পারা—রোবামা

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪।

আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলায়ৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যাগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশ-বাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের "উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়" আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;— ইহা আবহমানকালের যে একটী গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে? দয়াময় আল্লার অনুগ্রহে ভবিষ্যতে ইন্‌শা-আল্লাহ্ এ-কার্য্যে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহ্‌মদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ত্রুটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ত্রুটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা

বিনীত—

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

Printed at : Paradise Press.
10, Sandel Street, CALCUTTA.

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا

রোবামা- য়্যাঅদ্দোল্লাজীনা কাফারু লাও্ কা নূ মোছ্লেমীন্। জার্ হুম্ য়্যা'-কোলূ
(এক দিবস আসিবে যে দিবস) কাফেরগণ খুবই আরমান করিবে যে (হায়) আক্ষেপ (আমরাও যদি মুছলমান হইতাম। অতএব (হে নবি!) ছাড়িয়া দাও ইহাদিগকে (ইহাদের অবস্থার উপর) যে (পান) আহার

وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا

অয়্যাতামাত্তাউ অইয়োল্হেহেমোল্-আমালো ফাছাওফা য়্যা'লামূন্। অমা—
এবং (পার্থিব জীবনের কতিপয় দিবসের) উপকার লাভ করিতে থাকুক এবং নিশ্চিন্ত করিয়া রাখুক ইহাদিগকে (ইহাদের) লম্বা আশা তৎপর নিশ্চিতই (কেয়ামত-দিবসে) ইহাদের জানাই ত হইয়া যাইবে। আর

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ

আহ্লাক্না মেন্ কার্য়্যাতেন্ ইল্লা অলাহা- কেতা-বোম্ মা'-লুম। মা- তাছ্বেকো
আমি (কখনও) কোন বস্তীকে ধ্বংস করি নাই কিন্তু তাহা(র ধ্বংসে)র জন্য এক ধার্য্য নির্দ্দিষ্ট সময় (অগ্র হইতে) লিখিত (মওজুদ) ছিল। না-ত অগ্রসর হইতে পারে

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي

মেন্ ওম্মাতেন্ আ-জ্বালাহা অমা য়্যাছ্তা-খেরূন্। অকা-লূ ইয়্যা--আয়্ইয়োহাল্লাজী
কোনও ওম্মত নিজের সময় হইতে আর না পশ্চাতে থাকিতে পারে। আর (হে নবি! মক্কার কাফেরগণ তোমার সাথে এ-ভাবে সম্বোধন করিয়া) বলিতেছে যে ওহে লোক

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِينَا

নোযযেলা আলায়হেজ্-জেক্রো ইন্নাকা লামাজ্নূন্। লাও্ মা- তা'-তীনা-
যাহার মস্তিষ্কে এই বিকার সাম্ভাইয়াছে যে তাহার প্রতি (আল্লার নিকট হইতে) কোরআন নাজেল হইয়াছে এমত অবস্থায় (হে মোহাম্মদ!) তুমি ত পাগল। কেন তুমি আনিয়া খাড়া কর না আমাদের সম্মুখে

بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنَزِّلُ

বেল্-মালা—একাতে ইন্ কোন্তা মেনাছ্-ছা-দেকীন্। মা- নোনায্যেলোল্-
ফেরেশ্‌তাগণকে যদি তুমি (নিজের দাবীতে) সত্য হও! (আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন—) আমি প্রেরণ করি না

الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۝ إِنَّا

মালা—একাতা ইল্লা- বেল্‌হাক্কে অমা- কা-নূ— এজাম্ মোন্জারীন্। ইন্না-
ফেরেশ্‌তাগণকে কিন্তু ফয়ছালার জন্য আর (ফেরেশ্‌তা প্রেরিত হইলে) তখন ত ইহাদের অবকাশই মিলিবে না। (১) নিঃসন্দেহ

---

৯০ (১) মর্ম্ম এই যে, এরূপ অঘটন সংঘটিত হইলে তবেই ফেরেশ্‌তা আল্লার আজাবসহ আগমন করিয়া থাকে। যখন আজাব আসিয়া পড়ে, তখন আর অবকাশ কিরূপে?

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

নাহ্নো নায্যাল্নাজ্জেক্রা অইন্না লাহু লাহা-ফেজুন্। অলাক্বাদ্ আর্ছাল্না-
আমিই কোরআন নাজেল করিয়াছি আর নিঃসন্দেহ আমিই রহিয়াছি উহার প্রহরী (অর্থাৎ যথাযথ রক্ষাকারী । (২) আর (হে নবি!) নিশ্চয়ই প্রেরণ করিয়া ছিলাম আমি

مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

মেন্ ক্বাব্লেকা ফী শেয়্যায়েল্-আওঅলীন্। অমা- য়্যা'-তীহিম্ মেরাছুলেন্ ইল্লা-
তোমার অগ্রেও অগ্রবর্ত্তী বহু ওম্মতের মধ্যে (পয়গাম্বর)। আর (তাহাদেরও এই দস্তুর ছিল যে) যখনই তাহাদের নিকটে পয়গাম্বর আসিত তখনই উড়াইত

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

কানু বেহী য়্যাছ্তাহাযেউন্। কাজা-লেকা নাছ্লোকোহু ফী ক্বোলুবেল মোজ্রেমীন্;—
তাহারা সেই পয়গাম্বরের সাথে হাসি (অর্থাৎ বিদ্রূপ করিত)। (অতএব অগ্রের লোকেরা তাহাদের পয়গাম্বরের সাথে যদ্রূপ বিবিধপ্রকারের দুষ্টামী করিত) অনুরূপই আমি (এই) কাফেরগণের মনের মধ্যে দুষ্টামী নিক্ষেপ করিতেছি;—

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا

লা- ইয়্যো'-মেনুনা বেহী অক্বাদ্ খালাৎ ছোন্নাতোল্-আওঅলীন্। অলাও ফাতাহ্না-
(এ অবস্থায়) ইহারা এই কোরআনের প্রতি ঈমান আনার পাত্রই নহে আর যদি এই দস্তুর (নূতন নহে) পূর্ব্ববর্ত্তীগণ হইতে(ই) চলিয়া আসিতেছে। আর যদি আমি খুলিয়া দিই

عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا

আলায়হিম্ বা-বাম্-মেনাছ্ছামা—এ ফাজাল্লু ফী-হে য়্যা'রোজুন্;—লা-কালু—
ইহাদের প্রতি আছমানের একটী মাত্র দ্বারও আর ইহারা দিনে দিনেই সেই দ্বার দিয়া (আছমানের উপর) আরোহণ করিয়াও যায়;—তত্রাচও ইহাই বলে যে

إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝ وَلَقَدْ

ইন্নামা ছোক্কেরাৎ আব্ছা-রোনা- বাল্ নাহ্নো ক্বাওমোম্ মাছ্হুরূন্। ع অলাক্বাদ্
হউক না হউক আমাদের চক্ষুগুলি মাতাল হইয়া গিয়াছে (যদি) তাহা না হয় তবে কেহ আমাদের প্রতি যাদু করিয়াছে। আর অবশ্য নিশ্চয়ই

ع ১/১ রুকু

(২) ইহা পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী। আর এই বাণী এরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ হইতেছে যে, আল্লাহ্ মুছলমানদিগকে কোরআন কণ্ঠস্থ করিবার আগ্রহ দান করিয়াছেন। দুনিয়ায় কোরআনের এত অধিক সংখ্যক হাফেজ সব সময়েই মওজুদ থাকে যে, আল্লাহ্ না করুন দুনিয়ায় এমন অঘটনও যদি ঘটিয়া বসে যার ফলে লিখিত বা মুদ্রিত কোরআন ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্নও হইয়া যায়, তত্রাচও কোরআনের একটী পদ, বরং একটী শব্দ, বরং একটী অক্ষরও নষ্ট হইতে পারে না, পরিবর্ত্তিত হওয়ারও উপায় নাই। কোরআন ছাড়া অন্য কোন আছমানী কেতাবের এ পদ-মাহাত্ম্য কোথায়? কোরআনের আল্লার কালাম হওয়ার পক্ষে এই দলীল কি যথেষ্ট নহে?

جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۙ وَحَفِظْنَاهَا

জাআলনা ফেছছামা—এ বোরূজাও অযায়্‌য়্যান্না-হা- লেন্‌না-জেরীন্। অহাফেজনা-হা-

আমি তৈয়ারী করিয়াছি আছমানে বুরুজ (অর্থাৎ রাশি) আর আমি শোভনীয় করিয়াছি তাহাকে (অর্থাৎ আছমানকে নক্ষত্র দ্বারা) দর্শকদিগের জন্য। আর আমি তাহার হেফাজত করিয়াছি

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۙ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ

মেন্ কুল্লে শায়্‌তা-নের্‌রাজীম্ ;—ইল্লা- মানেছ্‌তারাকাছ্‌ছাম্‌আ ফাআৎবাআহু

প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হইতে (তৎফলে কোনও শয়তান আছমানে গমন করিতে পারে না),—কিন্তু চুরি (চামারি) করিয়া কোন কথা শুনিতে যাইলে তখন সেই শয়তানের পশ্চাৎ অনুসরণ করে

شِهَابٌ مُبِينٌ ○ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا

শেহা-বোম্ মোবীন্। অল্-আর্‌দা মাদাদ্‌না-হা- অআলকায়্‌না- ফী-হা-

(তাহাকে তাড়াইয়া দিতে) শেহাবের জলন্ত আগুন *। ( ) আর আমি ভূমণ্ডলকে প্রসারিত করিয়াছি (যাহাতে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু উহাতে বসবাস করিতে পারে) আর আমি গাড়িয়া দিয়াছি তাহাতে

رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ○ وَجَعَلْنَا لَكُمْ

রাওয়া-ছেয়্যা অআম্বাৎনা- ফী-হা মেন্ কুল্লে শায়্‌এম্ মাওযূন্। অজাআলনা- লাকুম্

(প্রেকভাবের মত মহা ভারী) পাহাড় (যাহাতে ভূমি ঠিক থাকে অর্থাৎ হেলিতে দুলিতে না পারে) (৪) আর আমি উহাতে (অর্থাৎ ভূমিতে) প্রত্যেক জিনিষ পরিমাণ মত উৎপাদন করিয়াছি। আর (ইহা ছাড়া) আমি(ই) জমীনে (মওজুদ) করিয়াছি তোমাদের

(৩) চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্র ইত্যাদির গতির হিসাব নির্ণয়ার্থ জ্যোতিষীগণ আছমানকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং প্রত্যেক ভাগ "রাশি" নামে কথিত হইয়া থাকে। আর প্রত্যেক রাশির কতিপয় নক্ষত্রকে মিলাইয়া কোন না কোন আকৃতি স্থিত করিয়া লওয়া হইয়াছে, যথা—মৎস্য, কর্কট ইত্যাদি। আর সেই সেই আকৃতির নামেই সেই সেই রাশির নামকরণ করা হইয়াছে। যেহেতু নক্ষত্র আল্লার সৃষ্ট, আর নক্ষত্র আদি এরূপ প্রকারে স্থাপিত হইয়াছে যে, লোকদিগের রাশিগুলির বিভক্ত এবং সেগুলির নামকরণ করার সুযোগ ঘটিয়াছে, তদ্ধেতু আল্লাহ্ রাশি-বিভক্তকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করিয়াছেন। শেহাব এই নক্ষত্রকে বলা হয়, যাহা হইতে রাত্রে অগ্নি খসিয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। আল্লার নিয়ন্ত্রণ এ-ভাবে যে, ফেরেশ্‌তাগণকে পার্থিব কার্য্য সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশ প্রদত্ত হয় এবং তৎসম্বন্ধে ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে আলোচনা হইতে থাকে। হজরত রছুলে-আকরম-এর সময়ের পূর্ব্বে শয়তান আছমানে গমন করতঃ ফেরেশ্‌তাদিগের কথোপকথন শুনিয়া আসিত এবং দুনিয়ায় যাহারা জ্যোতিষী, অর্থাৎ যাহারা ভবিষ্যৎবাণী করিত, তাহারা শয়তানের নিকটে শুনিয়া ও নিজেদের তরফ হইতে কিছু কিছু কেরামতি রং ফলাইয়া লোকদিগকে পথভ্রষ্ট করিত। হজরত রছুলে করিমের সময় হইতে শয়তানের আছমান পর্য্যন্ত গমন বন্ধ হইয়াছে বটে, তত্রাচ আছমানের কাছাকাছি পর্য্যন্ত এখনও শয়তান গমন করিয়া থাকে। কিন্তু যেমনই কোন শয়তান ফেরেশ্‌তাগণের আলোচনা শুনিতে শুরু করে, অমনই ফেরেশ্‌তাগণ শেহাব ছুড়িয়া শয়তানকে তাড়াইয়া দেয়। বিষয়টী আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত এবং এ-বিষয়ে আমাদের অধিক মাথা ঘামাইবারও আবশ্যকতা নাই। কোরআনের শব্দসমূহ দ্বারা যাহা আমাদের বোধগম্য হয়, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হইতেছে মুছলমানের কার্য্য।

(৪) এ-কথা পরিপক্কভাবে স্বকৃত হইয়াছে যে, ভূমণ্ডল গোল, এবং ভূমণ্ডল নিজেই ঘূর্ণীপাক খাইয়া

* শেহাব অগ্নি-তারকা।

فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ○ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا

ফী-হা- মাআ-য়েশা অমাল্ লাছ্তুম্ লাহু বেরা-যেক্বীন। অইম্ মেন্ শায়্এন্ ইল্লা-

খোরাকের সাজ-পাঠ আর (কেবল তোমাদেরই নহে—বরং অন্যান্য জীব জন্তুর খোরাকেরও) যাহাদিগকে তোমরা খোরাক দাও না (বরং আমিই দিয়া থাকি)। আর কত জিনিষ রহিয়াছে

عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

এন্দানা- খাযা—য়েনোহু, অমা- নোনায্যেলোহু— ইল্লা- বেক্বাদারেম্ মা'-লুম্।

আমার নিকটে তাহাদের (সকলের) ভাণ্ডার (ভর্ত্তি) রহিয়াছে, কিন্তু আমি এক জানিত পরিমানের সাথে সেই খোরাক (সৃষ্ট জীবের জন্য) প্রেরণ করিতে থাকি।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

অআর্ছাল্নার্রেয়্যা-হা লাওয়া-ক্বেহা ফাআন্যাল্না- মেনাছ্ছামা—এ মা—আন্

আর আমি(ই) বাতাসকে চালনা করি যে-বাতাস মেঘমণ্ডলীকে পানির দ্বারা ভারাক্রান্ত করিয়া থাকে (৫) অনন্তর আমি(ই) আছমান হইতে পানি বর্ষাইয়া থাকি

সূর্য্যের আলোক লাভ করিয়া থাকে। যদিও এ-কথা সাধারণ মুছলমানের পূর্ব্ব খেয়ালের বিপরীত, কিন্তু সেই খেয়াল ধর্ম্ম সম্পর্কীয় খেয়াল নহে—তাহা গ্রীক্ বিজ্ঞান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভূমণ্ডল গোল হউক বা চ্যাপ্টা, আর ভূমণ্ডলের গতি থাকুক বা না-থাকুক; এ-সকল, কথায় এছলামী শরিয়তের মধ্যে কোন দখল নাই। ভূমণ্ডল চ্যাপ্টা হউক বা গোল, গতিশীল হউক বা গতিবিহীন, সকল অবস্থায়ই আল্লার সৃজিত, আর উহাতে আল্লার অসংখ্য মহিমার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূমণ্ডল যদি গোল হয়, তবে তাহার গোল হওয়াই আল্লার মহিমার দলীল, আর যদি চ্যাপ্টা হয়, তবে তাহার চ্যাপ্টা হওয়াই আল্লার মহিমার দলীল, আর যদি ভূমণ্ডল গতিশীল হয়, তবে তাহার গতিশীলতাই আল্লার মহিমার দলীল, আর যদি গতিবিহীন হয়, তবে তাহার গতিহীনতাই আল্লার মহিমার দলীল। ফলকথা, জ্ঞানীগণের মতে ভূমণ্ডল গোল এবং ভূমণ্ডল ঘুর্ণীপাক খাইয়া চলিয়া থাকে। আর ভূমণ্ডলের উত্তরদিকস্থ শির কিঞ্চিত উত্থিত—ইহা পর্ব্বতরাজিরই জন্য—তৎফলে যদি দক্ষিণ দিকে অধিক ভার চাপিয়া থাকে এবং যদি তদ্দিকস্থ শির কথঞ্চিৎ নমিত হইয়া থাকে, তবে তাহাও আল্লার মহিমার দলীল।

(৫) কথা হইতেছে এই যে, তিন চতুর্থাংশের নিকটবর্ত্তী ভূমণ্ডলের প্রধান হিস্যা—সমুদ্র। তজ্জন্য স্থলভাগ—যাহাতে জীবজন্তুর বসবাস, তাহাকে ربع مسكون "চতুর্থ বশত-স্তর" বলা হয়। সূর্য্যের উত্তাপ লাগার ফলে সমুদ্র এবং প্রত্যেক গলিত বস্তু হইতে বাষ্প উত্থিত হয় এবং সেই বাষ্প বায়ু সাহায্যে উপরে উত্থিত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে। তৎপর সেই কল্পিত মেঘকে বায়ু চালনা করিয়া থাকে। যখন উহা বহু উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পড়ে, তখনই তাহা প্রকৃত মেঘে পরিণত হয়।

ডেগ্চীতে পানিপূর্ণ করতঃ নিম্নে আগুন জ্বালিয়া দেখ—পানি হইতে ভাব (বাষ্প) উঠিতে থাকিবে তৎপর সেই ভাব ঢাকনা পর্য্যন্ত পৌছিয়া পানি-বিন্দুতে পরিণত হইবে। মেঘের অবস্থাও অবিকল এইরূপ। মেঘ মূলে ত পানিই। সূর্য্যের তাপে প্রথমতঃ ভাপে, তৎপর উপরের শুষ্কতা প্রাপ্তে পানিতে পরিণত হয়। কিন্তু যেহেতু মেঘাকৃত বাষ্পকে হাওয়া উপরে উত্থিত করে, এতৎ সম্বন্ধেরই জন্য আল্লাহ ফর্ম্মিয়াছেন,—হাওয়া বাষ্প(মেঘ)কে পানি দ্বারা ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। হাওয়া মথা—নর এবং মেঘ মাদাহ।

فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ

ফাআছ্‌তাকায়্‌না-কোমূহো, অমা— আন্তম্‌ লাহু বেখা-যেনীন। অইন্‌না- লানাহ্‌নো

অনন্তর আমি(ই) তাহা (অর্থাৎ পানি) তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি, আর তোমরা ত তাহাকে (অর্থাৎ পানিকে) গচ্ছিত করিয়া রাখ নাই (অর্থাৎ আমিই উহা বর্ষাইয়াছি)। (৬) আর আমিই

نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ

নোহ্‌য়ী অনোমীতো অনাহ্‌নোল্ ওয়া-রেছুন্। অলাকাদ্ আলেম্‌নাল্ মোছ্‌তাক্‌দেমীনা

(মানুষ ও অন্যান্য জীবকে) জীবন্ত করিয়া থাকি এবং আমিই (তাহাদিগের) মৃত্যু দান করি আর (সকলের মৃত্যুর পরে) আমিই (তাহাদের ধন-সম্পদের) উত্তরাধিকারী হইব। আর আমি (তাহাদিগকেও) জানি যাহারা অগ্রে গত হইয়াছে

مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ

মেন্‌কুম্ অলাকাদ্ আলেম্‌নাল্ মোছ্‌তা'খেরীন। অইন্‌না রাব্বাকা হোওয়া

তোমাদের আর আমি (তাহাদিগকেও) জানি যাহারা (তোমাদের) পরে আসিবে। আর (হে নবি! ইহাতে) কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে তোমার পালনকারীই

يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ

৪ ২/২ রুকু

য়্যাহ্‌শোরোহুম্, ইন্‌নাহু হাকীমোন্ আলীম। ৪ অলাকাদ্ খালাক্‌নাল্ এন্‌ছা-না

(কেয়ামত-দিবসে) ইহাদের(সকল)কে (নিজের নিকটে) একত্রিত করিবেন, নিঃসন্দেহ তিনি মহিমাময় (এবং সর্ব্ব বিষয়ে) জ্ঞাতা। আর আমিই তৈয়ারী করিয়াছি মানুষ(অর্থাৎ আদম)কে

مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ

মেন্ ছাল্‌ছা-লেম্ মেন্ হামাএম্ মাছনুন। অল্-জা—ন্‌না খালাক্‌না-হো মেন্ কাব্‌লো

(বিশুদ্ধ) শব্দায়মান মৃত্তিকা হইতে যাহার (অর্থাৎ যে-মাটীর) তৈয়ারী পচা কর্দ্দম হইতে। আর আমি জেনদিগকে তৈয়ারী করিয়াছিলাম (আদমের) অগ্রে

مِن نَّارِ السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ

মেন্-না-রেছ্‌ছামূম। অএজ্ কা-লা রাব্বোকা লেল্ মালা—একাতে ইন্‌নী খা-লেকোম্

লু*-এর আগুন দ্বারা। আর (হে নবি! সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন বলিয়াছিলেন তোমার পালনকারী ফেরেশ্‌তাগণকে যে আমি সৃজন করিব

(৬) ইহাও অর্থ দাঁড়াইতে পারে যে, তোমরা ত মেঘের পানি জমা করিয়া রাখ না, বরং আমিই মেঘের পানি মাটীর আকৃতে সমুদ্র ও পর্ব্বতে জমা করিয়া রাখিয়া দিই। আর সেই পানিই তোমরা পান করিয়া থাক।

(*) "লু"—গ্রীষ্মকালীন অগ্নি-হাওয়া।

بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ

বাশারাম মেন্ ছাল্ছা-লেম্ মেন্ হামাএম্ মাছ্নুন। ফাএজা- ছাও অয়্তোহু

একজন মানুষকে (বিশুষ্ক) শব্দায়মান মৃত্তিকা হইতে যে মৃত্তিকার তৈয়ারী পচা কর্দ্দম হইতে। অপিচ যখন আমি তাহাকে পুরা তৈয়ারী করিয়া চুকি

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ

অ-নাফাখ্তো ফী-হে মের্রুহী ফাকাউ লাহু ছা-জেদীন। ফাছাজ্জাদাল্ মালা—একাতো

এবং তাহাতে নিজের পক্ষ হইতে রুহ ফুঁকিয়া দিই তখন তোমরা তাহার সম্মুখে ছেজদায় যাইও। তদনুযায়ী ফেরেশ্তাগণ (আদমের সম্মুখে) ছেজদায় গেল

كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

কুল্লোহুম্ আজ্মাউনা ;—ইল্লা— এব্লীছ, আবা— আই-য়্যাকুনা মাআছ্ছা-জেদীন।

তাহাদের সকলেই ;—কিন্তু ইবলিছ—এন্কার করিল ছেজদাকারীগণের সামিল হইতে।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ قَالَ لَمْ

কা-লা ইয়্যা—এব্লীছো মা- লাকা আল্-লা তাকূনা মাআছ্ছা-জেদীন। কা-লা লাম্

তখন আল্লাহ) ফরমাইলেন হে ইবলিছ তোমার কি হইল যে তুমি ছেজদাকারীগণের মধ্যে সামিল হইতেছ না। সে বলিল নহি

اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ

আকোঁন্ লেআছ্জোদা লেবাশারেন্ খালাক্তাহু মেন্ ছাল্ছা-লেম মেন্ হামাএম্

আমি যে এরূপ ছেজ্দা করি মানুষকে যাহাকে (হে আল্লাহ) আপনি সৃজন করিয়াছেন (শুষ্ক) শব্দায়মান মৃত্তিকা হইতে যে মৃত্তিকার তৈয়ারী পচা

مَّسْنُوْنٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝ وَّاِنَّ

মাছ্নূন্। কা-লা ফাখ্রোজ্ মেন্হা- ফাইন্নাকা রাজীমোও ;— অইন্না

কর্দ্দম হইতে। (তখন আল্লাহ) ফরমাইলেন (তুই ছেজ্দা করিতেছিস্ না) তবে বেহেশ্ত হইতে বাহির হইয়া যা তুই (আমার দরগাহের) বিতাড়িত ;—আর নিশ্চয়

عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى

আলায়কাল্লা'-নাতা এলা- য়্যাওমেদ্দীন। কা-লা রাব্বে ফাআন্জের্নী— এলা-

বিনিময়-দিবস পর্য্যন্ত (অর্থাৎ রোজহাশর পর্য্যন্ত) তোর প্রতি লা'নৎ বর্ষিতে থাকিবে। (শয়তান) বলিল হে আমার পালনকারী (আচ্ছা) আপনি আমাকে (সেই দিবস পর্য্যন্তের) অবকাশ দিন

يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۙ إِلَى

য়্যাওমে ইয়োবআছুন। কা-লা ফাইননাকা মেনাল্ মোন্‌জারীনা ;— এলা-
যে-দিবস (আদম সন্তানগণকে পুনর্ব্বার) উঠাইয়া দাঁড় করানো যাইবে। (আল্লাহ্) ফরমাইলেন
(আচ্ছা) তোকে অবকাশ দেওয়া হইল ;—জানিত

يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ○ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ

য়্যাওমেল্ অক্‌তেল মা'-লুম। কা-লা রাব্বে বেমা'— আগ্‌অয়্‌তানী লায়োযায়্যেনান্না
সময় দিবস পর্য্যন্তের (অর্থাৎ রোজহাশর পর্য্যন্তের)। (পুনশ্চ শয়তান) বলিল হে আমার পালনকারী
আপনি যখন মানুষের খাতিরে আমাকে পথভ্রষ্ট করিলেন আমিও (দুনিয়ার সাজ-পাট)
শোভনীয় করিয়া দেখাইব

لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۙ إِلَّا عِبَادَكَ

লাহুম্ ফেল্-আর্‌দে অলাওগ্‌ভেয়্যান্নাহুম্ আজ্‌মায়ীনা ;— ইল্‌লা- এবা-দাকা
তাহাদিগকে দুনিয়ায় আর আমি তাহাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করিব নিশ্চয়ই ;—কিন্তু তাহাদের
মধ্যেকার আপনার

مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ○ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ○

মেন্‌হোমোল্ মোখ্‌লাছীন। কা-লা হা-জা- ছেরা-তোন্ আলায়্‌য়্যা মোছতাকীম।
খাছ বান্দা (ইহারা আমার ফুস্‌লানিতে পড়িবে না)। (অ'ল্লাহ্) ফরমাইলেন যে ইহাই (খাছ
বন্দেগীর) একটি সোজা পথ (যাহা) আমার পর্য্যন্ত (আসিয়া পৌছায়)।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ

ইন্‌না এবা-দী লায়্‌ছা লাকা আলায়্‌হিম্ ছোল্‌তা-নোন্ ইল্‌লা- মানেত্তাবাআকা
নিশ্চয় আমার বান্দার প্রতি ত তোর কোন রকমেই ক্ষমতা নাই কিন্তু যে কেহ তোর অনুসরণ করে (সে)

مِنَ الْغَاوِينَ ○ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۙ لَهَا

মেনাল্ গা-ভীন, অইন্‌না জাহান্নামা লামাওএদোহুম্ আজ্‌মায়ীনা ;—লাহা-
গোমরাহদিগের মধ্যেকার। আর এ-প্রকারের সমস্ত লোকের জন্য (আমার নিকট হইতে শেষ)
ওয়াদা(ও) রহিয়াছে জাহান্নামের ;—তাহার (অর্থাৎ জাহান্ন'মের)

৫
৩
৩
রুকু

سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۙ إِنَّ

ছাব্‌আতো আব্‌ওয়া-বেন্, লেকুল্লে বা-বেম্ মেন্‌হুম্ জোয্‌ওম্ মাক্‌ছুম। ৫ ইন্‌নাল্
সাতটী দ্বার, প্রত্যেক দ্বারের (মধ্য দিয়া দাখিল হওয়ার) জন্য দোজখীদিগের ভাগ হইবে
পৃথক পৃথক। নিশ্চয়

الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۝

মোত্তাকীনা ফী জান্না-তেঙ্‌ অওয়্যুন। ওদ্‌খোলুহা- বেছালা মেন্‌ আ-মেনীন।

পরহেজগারগণ (সে-দিবস বেহেশতের) বাগান সমূহের এবং ঝরণাগুলির মধ্যে থাকিবে। (আর বাগান সমূহে প্রবেশ কালে আমার ফেরেশতা উহাদিগকে বলিবে যে) ছালামতিসহ শান্তি সহকারে এই বাগানে প্রবেশ কর

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ

অনাযা'-না- মা- ফী ছোদুরেহিম্‌ মেন্‌ গ্বেল্‌লেন্‌ এখ্‌ওয়া-নান্‌ আলা- ছোরোরেম্‌

আর (দুনিয়ায়) উহাদের (পরস্পরের) মনে কোন দুঃখ তাপ থাকিলে তাহা আমি দূর করিয়া দিব (আর উহারা) পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে (এরূপ সখ্যতাভাবাপন্ন মনে) তখতের উপর (বসিয়া) রহিবে

مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا

মোতাকা বেলীন। লা- য়্যামাছ্‌ছোহুম্‌ ফী-হা- নাছাবোঙ্‌ অমা- হুম্‌ মেন্‌হা

(যদ্রূপ) ভাই ভাই। ইহাদের স্পর্শ করিবে না বেহেশ্‌তের মধ্যে কোনও প্রকারের কষ্ট আর ইহারা (কখনও) বেহেশ্‌ত হইতে

بِمُخْرَجِيْنَ ۝ نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

বে-মোখ্‌রাজীন। নাব্‌বে-' এবা-দী— আন্‌নী— আনাল্‌ গ্বাফূরোর্‌রাহীমো ;—

বাহিরও করা যাইবে না। (হে নবি!) আমার বান্দাগণকে জানাইয়া দাও যে (এক দিকে) আমি ক্ষমাকারী দয়ালু,—

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ

অআন্‌না আজা-বী হোঅল্‌ আজা-বোল্‌ আলীম্‌। অনাব্‌বে'-হুম্‌ আন্‌ দয়্‌ফে

আর (অন্য দিকে) আমার শাস্তি(ও) অতি কষ্টদায়ক শাস্তি। আর হে নবি!) ইহাদিগকে জানাইয়া দাও মেহমানের অবস্থার বিষয়

اِبْرٰهِيْمَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ

এবরাহীম। এজ্‌ দাখালু আলায়হে ফাকা-লু ছালা-মান, কালা ইন্‌না- মেন্‌কুম্‌

এবরাহীমের যে, যখন (তাহারা) এবরাহীমের নিকটে আগমন করিল তখন (প্রথমে) ছালাম করিল, এবরাহীম (ছালামের উত্তর দানের পর) বলিল তোমাদিগকে দেখিয়া আমার ত

وَجِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

অজেলুন। কা-লু লা- তাওজাল্‌ ইন্‌না- নোবাশ্‌শেরোকা বেগোলা-মেন্‌ আলীম।

ভয় পাইতেছে। উহারা বলিল আপনি (আদৌ) ভয় করিবেন না আমরা আপনাকে এক লাএক সন্তানের (জন্মগ্রহণের) সুসংবাদ শুনাইতেছি।

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ

কা-লা আবাশ্শার্‌তোমূনী আলা— আম্-মাছ্‌ছানেয়্যাল্-কেবারো ফাবেমা

(এবরাহীম) বলিল তোমরা কি আমাকে (আমার পুত্রলাভের) সুসংবাদ দিতেছ অথচ আমাকে ত বার্দ্ধক্য স্পর্শ করিয়াছে তবে

تُبَشِّرُونَ ○ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ○

তোবাশ্‌শরূন। কা-লূ বাশ্‌শার্‌না-কা বেল্-হাক্‌কে ফালা- তাকোম্ মেনাল্ কা-নেতীন।

তোমরা কিসের সংবাদ শুনাইতেছ। উহারা বলিল আমরা আপনাকে সত্য সুংবাদ শুনাইতেছি অতএব আপনি নিরাশ হইবেন না

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ○ قَالَ

কা-লা অমাই-য়্যাক্‌নাতো মের্‌রাহ্‌মাতে রাব্বেহী— ইল্লাদ্ দা—ল্লূন। কা-লা

(এবরাহীম) বলিল গোমরাহ্‌দিগের ছ'ড়া এরূপ কে আছে যে নিজের পালনকারীর দয়া হইতে নিরাশ হয়। (৭) (এবরাহীম পুনর্ব্বার) বলিল

فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ○ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ

ফামা- খাত্‌বোকুম্ আয়্যুহাল্ মোর্‌ছালূন। কা-লূ—ইন্না— ওর্‌ছেল্‌না—এলা-

(আল্লার প্রেরিত) হে ফেরেশ্‌তাগণ! (আচ্ছা,) তবে এক্ষণ তোমাদের কি মহিম সম্মুখে রহিয়াছে? (উত্তরে) উহারা বলিল (আজাব নাজেল করিবার জন্য) আমরা প্রেরিত হইয়াছি

قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۙ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۙ

কাওমেম্ মোজ্‌রেমীন ;— ইল্লা — আ-লা লূত, ইন্না- লামোনাজ্‌জুহুম্ আজ্‌মায়ীন ;—

এক গোনাহ্‌গার কওমের দিকে ;—(তাহারা অন্য কেহ নহে) কিন্তু লুতের খান্দান, আমরা তাহাদের সকলকে নিশ্চয়ই বাঁচাইয়া লইব ;—

ع
8/8
রুকু

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۙ فَلَمَّا جَاءَ

ইল্লাম্‌রাআতাহু কাদ্দার্‌না—, ইন্নাহা- লামেনাল্ গাবেরীন। ع ফালাম্মা- জা—আ

কিন্তু উহার স্ত্রী(যাহা)কে আমরা নেশান করিয়া রাখিয়াছি যে, সে (অর্থাৎ লুতের স্ত্রী) নিশ্চয়ই (নিজের কওমের মধ্যে) পশ্চাতে থাকিয়া যাইবে। অতঃপর যখন উপস্থিত হইল

آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۙ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ○ قَالُوا

আ-লা লূতেনেল্ মোর্‌ছালূনা ;—কা-লা ইন্নাকুম্ কাওমোম্ মোন্‌কারূন। কা-লূ

(আল্লার) প্রেরিত (ফেরেশ্‌তা)গণ লুতের খান্দানের কাছে ;—(তখন লুত) জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কি পরদেশী লোক? উহারা বলিল (না,)

(৭) অর্থাৎ—আমি আল্লার দিক হইতে নিরাশ নহি ; বরং নিজের বয়সের দিক দিয়া আমার আশ্চার্য্য বোধ হইতেছে।

بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ

বাল্ জে'-না-কা বেমা- কানূ ফী-হে য়্যাম্‌তারূন। অআতায়্‌না-কা বেল্-হাক্কে

বরং যে বিষয়ে (অর্থাৎ যে-আজাব সম্বন্ধে তোমার কওমের লোকেরা) সন্দেহ পোষণ করে (যে আজাব আসিতে পারে—না-ও আসিতে পারে) আমরা তাহাই (অর্থাৎ সেই আজাবই) লইয়া আসিয়াছি। আর আমরা (আল্লার) অকাট্য নির্দ্দেশসহ তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ

অইন্‌না- লাছা--দেকূন। ফাআছ্‌রে বেআহ্‌লেকা বেকেৎএম্ মেনাল্লায়্‌লে অত্তাবে'-

আর আমরা (তোমার সাথে) সত্য বলিতেছি। অতএব কিছু রাত্রি বাকী থাকিতে (হে লুৎ!) তুমি তোমার (খান্দানের) লোকদিগকে লইয়া (এই বস্তী হইতে) বাহির হইয়া যাও আর তুমি থাকিবে

اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۝

আদ্‌বা-রাহুম্ অলা- য়্যাল্‌তাফেৎ মেন্‌কুম্ আহাদোঙ অম্‌দূ হায়্‌ছো তো'-মারূন।

উহাদের (সকলের) পশ্চাতে আর তোমাদের মধ্যেকার কেহ (যেন পিছনে) ফিরিয়া না দেখে আর যেখানে (যাইতে) তোমাদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে (অর্থাৎ শামে) সেদিকে (সোজা) চলিয়া যাইবে।

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ

অকাদায়্‌না— এলায়্‌হে জা-লেকাল্ আম্‌রা আন্‌না দা-বেরা হা—উলা—এ মাক্‌তুওম্

আর আমি এ-সম্বন্ধে অকাট্য অহী প্রেরণ করিয়া ছিলাম লুতের দিকে যে (এই যে তোমার কওমের লোক রহিয়াছে) ইহাদের মূল বুনিয়াদ কাটিয়া দেওয়া হইবে

مُّصْبِحِيْنَ ۝ وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّ

মেছ্‌বেহীন। অজা—আ আহ্‌লোল্ মাদীনাতে য়্যাছ্‌তাব্‌শেরূন। কা-লা ইন্‌না

সকাল হইতে হইতেই। (এ-দিকে ত এই সকল কথা হইতে ছিল) আর (ও-দিকে) শহরবাসীরা (দুষ্কার্য্য করণ মানসে) হর্ষচিত্তে (লুতের নিকটে) আসিয়া জড় হইল। (তখন লুৎ তাহাদিগকে) বলিল নিশ্চয়

هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ۝

হা—উলা—এ দয়্‌ফী ফালা- তাফ্‌দাহূনে ;— অত্তাকোল্লা-হা অলা- তোখ্‌যুন।

ইহারা আমার মেহ্‌মান অতএব (ইহাদের সম্বন্ধে) তোমরা আমাকে ভর্ৎসিত করিও না ;—আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অপদস্থ করিও না।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىْٓ

কা-লূ— অওয়া লাম্ নান্‌হাকা আনেল্ আ-লামীন। কা-লা হা—উলা—এ বানা-তী—

উহারা বলিল (কেন লুৎ!) আমরা কি তোমাকে দুনিয়া জাহানের লোকদিগের হইতে নিষেধ করি নাই (যে কাহাকেও আসিতে দিবে না)। (তখন লুৎ) বলিল এই আমার কন্যাগণ (মওজুদ) রহিয়াছে

إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

ইন্ কোন্তুম্ ফা-এলীন্। লাআম্‌রোকা ইন্‌নাহুম্ লাফী ছাক্‌রাতেহিম্ য়্যো'-মাহুন।

(ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া লও) যদি (এইরূপই) তোমাদের করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। (হে নবি!) তোমার জিন্দেগীর কছম নিশ্চয় লুতের কওমের লোকেরা তাহাদের কামাসক্তির মধ্যে বিভোর ছিল (তাহারা লুতের কথা শুনিবে কেন)।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

ফাআখাজাৎহোমোছ্‌ছায়হাতো মোশ্‌রেকীনা ;—ফাজাআল্‌না- আ-লেয়্যাহা- ছা-ফেলাহা-

ফলকথা সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই উহাদিগকে এক ভীষণতর শব্দ আক্রমণ করিল ;—তখন আমি (সেই বস্তীকে উল্টাইয়া) তাহার উপরের অংশকে তাহার নিচের অংশ করিয়া দিলাম

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

অআম্‌তার্‌না- আলায়হিম্ হেজ্জা-রাতাম্ মেন্ ছেজ্জীল। ইন্‌না ফী জা-লেকা

আর আমি তাহাদের উপর বর্ষাইলাম কাঁকর জাতীয় পাথর। নিঃসন্দেহ ইহার (অর্থাৎ এই ঘটনার) মধ্যে

لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

লাআ-য়্যা-তেল্‌লেল্ মোতাঅছ্‌ছেমীন। অইন্‌নাহা- লাবেছাবীলেম্ মোকীম্। ইন্‌নাফী জা-লেকা

কতিপয় নিদর্শন রহিয়াছে সেই লোকদিগের জন্য যাহারা চক্ষুষ্মান। আর তাহাদের (সেই) উল্টানো বস্তী চিরকালের (যাতায়াতের) রাস্তার উপর (এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান) রহিয়াছে। নিঃসন্দেহ ইহার (অর্থাৎ এই বস্তী উল্‌টানোর) মধ্যে

لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

লাআ-য়্যাতাল্ লেল্ মো'-মেনীন। অইন্ কা-না আছ্‌হা-বোল্ আয়্‌কাতে

ঈমানদারদিগের জন্য (আল্লার কোদ্‌রতের অতি বড়) নিদর্শন রহিয়াছে। আর (লুতের কওমের) বন-বিচরণকারীর (অর্থাৎ জংলী)গণ (অর্থাৎ শোআএবের উম্মতের লোকেরাও খুবই)

لَظَالِمِينَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ۝

লাজা-লেমীনা ;—ফান্তাকাম্‌না- মেন্‌হুম্, অইন্‌নাহোমা- লাবেএমা-মেম্ মোবীন। ৫

ছের্‌কশ ছিল ;—কাজেই তাহাদের হইতে(ও) আমি (অবাধ্যতার) প্রতিশোধ লই, আর (লুতের কওমের ও ইহার) উভয়(-এর বস্তীদ্বয়) সাধারণ রাস্তার উপর সুস্পষ্ট (উজাড় অবস্থায় এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান) রহিয়াছে। (৮)

وقف لازم

৫ ১৫ ৫ রুকু

---

(৮) যুগে যুগে যখনই যখনই কোন না কোন কুসংস্কার দেখা দিয়াছে, তখনই তখনই তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আল্লাহ্ কোন না কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন। বনবিচরণকারীগণ যাহাদের কথা অত্র আয়তে উল্লেখিত হইয়াছে, ইহারা হইতেছে হজরত শোআএব নবীর উম্মতের লোক। ইহাদের আসল সহর ছিল "মদ্‌য়্যান", আর তৎকালে মদ্‌য়্যানের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বন ছিল। এখানকার অধিবাসীরা মদ্‌য়্যানবাসী বলিয়াও কথিত হইত এবং বনবাসী বলিয়াও। ইহাদের মধ্যে শের্ক এবং বোৎ-পোরস্তী ছাড়াও মাপে ও ওজনে কম দেওয়া রীতিও প্রচলিত ছিল। এই সকল কদাচার সংশোধনের

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ وَاٰتَيْنٰهُمْ

অলাকাদ্ কাজ্জাবা আছ্‌হা-বোল্ হেজ্‌রেল্ মোর্‌ছালীনা ;— অআ-তায়্‌না-হুম্
আর (অনুরূপই) হেজ্‌রের বাসিন্দাগণ(ও) (অর্থাৎ ছমূদের কওমও) পয় গাম্বরগণকে মিথ্যা জানিয়া ছিল,—(৯) আর আমি উহাদিগকে দেওয়া সত্বেও

اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۙ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ

আ-য়্যা-তেনা- ফাকা-নূ আন্‌হা- মো'রেদীনা ;— অকা-নূ য়্যান্‌হেতূনা মেনাল্ জেবা-লে
আমার নিদর্শনাবলীর উহারা উহা হইতে মুখ মুড়িয়া লইয়া ছিল (অর্থাৎ অবাধ্যাচরণ করিয়া ছিল),— আর উহারা পাহাড়গুলিকে কাটিয়া কাটিয়া

بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۙ فَمَآ

বোয়্যুতান্ আ-মেনীন। ফাআখাজাৎহোমোছ্‌ছায়্‌হাতো মোছ্‌বেহীনা ;— ফামা—
গৃহ নির্ম্মাণ করিত নিরাপদে থাকিবার খেয়ালে। (কিন্তু) উহাদিগকে(ও) আক্রমণ করিল ভীষণতর শব্দ সকাল হইতে হইতেই,—অপিচ সে সকল হইতে কিছুমাত্র

اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۙ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

আগ্‌না- আন্‌হুম্ মা- কা-নূ য়্যাক্‌ছেবুন। অমা-খালাক্‌নাছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দা
কাজে আসিল না (উহারা নিজেদের নিরাপদতার জন্য) যে সকল তদ্‌বীর করিত। আর আমি সৃজন করিয়াছি আছমান এবং জমীনকে

وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ

অমা- বায়্‌নাহোমা— ইল্লা- বেল্-হাক্কে, অইন্নাছ্ছা-আতা লাআ-তেয়্যাতোন্
আর যাহা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে রহিয়াছে কোন (বিশেষ) উদ্দেশ্যে, আর কেয়ামত নিশ্চয় নিশ্চয় আসিবে

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝

ফাছ্‌ফাহেছ্‌ছাফ্‌হাল্ জামীল। ইন্না রাব্বাকা হোঅল্ খাল্লা-কোল্ আলীম্।
অতএব (হে নবি !) তুমি কাফেরদিগের দুষ্টামীগুলি ছাড়িয়া দাও সুনীতি সহকারে, নিঃসন্দেহ তোমার পালনকারী (সকলেরই) সৃজনকর্ত্তা (এবং সকলেরই অবস্থা সম্বন্ধে) জ্ঞাতা।

জন্য হজরত শোআএব নবী প্রেরিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু উহারা শোআএব নবীর একটী কথাও মানে নাই। ফলে উহারাও আল্লার গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর লুতের কওমের বস্তী 'ছদুম' ইত্যাদি এবং মদ্‌য়ানওয়ালাদিগের বস্তীগুলি এ-সমুদয়ই নিকট নিকট। আরব হইতে শামে যাইতে রাস্তার উপর হইতে এ-গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

(৯) একজন পয়গাম্বরকে অমান্য করিলে সমস্ত পয়গাম্বরকে অমান্য করা হয়। কারণ সকলেরই দীনের মূলবস্তু একই।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

অলাকাদ্ আ-তায়্না-কা ছাব্আম্ মেনাল্ মাছা-নী অল্-কোর্আ-নাল্ আজীম।

আর (হে নবী !) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দান করিয়াছি (ছুরা ফাতেহার অর্থাৎ আল্-হাম্দো ছুরার) সাতটি আয়ত (যাহা নামাজের প্রত্যেক রাকাতে নিয়মিতভাবে পাঠ করা হয়) আর (উহা কোরআনের একটী) বড়(ই উত্তম) ছুরা।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

লা- তামোদ্দান্না আয়নায়্কা এলা- মা- মাত্তা'-না- বেহী— আয্ওয়া-জাম্ মেন্হুম্

(ফলতঃ ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত, আর) তুমি নিজের দৃষ্টি তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করিও না যাহা আমি এই কাফেরগণের মধ্যেকার কয়েক শ্রেণীর লোকদিগকে (দুনিয়ার কতিপয় দিবসের) উপকার দ্বারা ভাগ্যবান করিয়া রাখিয়াছি (১০)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ

অলা- তাহ্যান আলায়্হিম্ অখ্ফেদ্ জ্বানা-হাকা লেল্ মো'-মেনীন। অকোল্

আর (দীনের দিক দিয়া ইহাদের নির্ব্বোধনা দৃষ্টে) ইহাদের অবস্থার প্রতি দুঃখও করিও না (১১) আর মুছলমানদিগের সাথে (সে-মুছলমান যেমনই দরিদ্র হউক সর্ব্বদাই) ঝুঁকিয়া মিলিও। (১২) আর (হে নবী ! ইহাদিগকে) বলিয়া দাও যে

إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝

ইন্নী—আনাননাজীরোল্ মোবীন। কামা— আন্যাল্না— আলাল্ মোক্তাছেমী-নাল্—

(তোমাদের সকলকে আল্লার আজাব হইতে) আমি ত সুস্পষ্টরূপে ভয় প্রদর্শনকারী। (হে নবী ! আমি তদ্রূপই এই কোরআন তোমার প্রতি অবতরণ করিয়াছি) যদ্রূপ আমি সেই (য়িহুদী) লোকদিগের প্রতি (কেতাব) অবতরণ করিয়া ছিলাম ;—যাহারা ভাগাভাগি করিয়া

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ

লাজীনা জ্বাআলোল্ কোর্আ-না এদীন। ফাঅরাব্বেকা লানাছ্আলান্নাহুম্

(নিজেদের) কোরআন (অর্থাৎ সেই কেতাব)কে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিল (উহারা কোন কোন নির্দ্দেশ মানিয়া ছিল আর কোন কোন নির্দ্দেশ মান্য করে নাই)। অতএব (হে নবী !) তোমার পালনকারীরই (অর্থাৎ আমার নিজেরই) কছম যে নিশ্চয়ই আমি জিজ্ঞাসা করিব উহাদের

---

(১০) অর্থাৎ ইহাদের পার্থিব সুখ স্বচ্ছলতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিও না। তোমাকে যে কোরআন প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ দান।

(১১) ইহাতে সন্দেহ নাই যে, "কোফ্র" জিনিষটা নিজেই স্থলে অতি কঠিনতর মছীবত। কিন্তু কাফেরগণ ইহাকে মছীবতই মনে করে না এবং ইহাতে আত্মরক্ষার চেষ্টাও করে না। ইহাদিগকে বুঝাইতে গেলে বুঝ লওয়া ত দূরের কথা, উল্টা খারাবই মনে করিয়া থাকে। কাজেই ইহাদের অবস্থার প্রতি দুঃখ করা তদ্রূপই, অন্ধের সম্মুখে ক্রন্দন যদ্রূপ।

(১২) আয়তোক্ত "অখ্ফেদ্ জ্বানা-হাকা লেল্ মো'মেনীনা"র শাব্দিক অর্থ ত এই যে, "মুছলমানদিগের জন্য নিজেদের বাজু ঝুঁকাইয়া দাও", ইহা আরব দেশের প্রচলিত কথা। আর ইহা দ্বারা মর্ম দাঁড়ায়—"খাতের", "তওয়াজো", "মনস্তুষ্টি", ইত্যাদি। আমি (অর্থাৎ অনুবাদকারী) অনুবাদে নিজেদের দেশ-প্রথা অনুযায়ী "ঝোঁকা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ

আজ্‌মায়ীনা ;— আম্মা- কা-নু য়্যা'-মালুন। ফাছ্‌দা'- বেমা- তো'-মারো অআ'-রেদ্‌
সকল:কই,—উহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে। অতএব (হে নবী ! তুমি) সুস্পষ্টভাবে শুনাইয়া দাও যে-নির্দ্দেশ তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে আর তুমি মোটেই পরোয়া করিও না।

عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ

আনেল্ মোশ্‌রেকীন। ইন্না- কাফায়্‌না-কাল মোছ্‌তাহযেয়ীনা---ল্লাজীনা
মোশরেকদিগের নিশ্চয় আমি যথেষ্ট (সহনশীল) করিয়াছি (হে নবী !) তোমাকে (তোমার প্রতি) বিদ্রূপকারীগণ সম্বন্ধে,—যাহারা

يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ

য়্যাজ্‌আলুনা মাআল্লা-হে এলা-হান্ আ-খার্, ফাছাওফা য়্যা'-লামূন। অলাকাদ্
স্থিরধার্য্য করে আল্লার সাথে অন্য মা'বুদ অতএব ত্বরিতই তাহারা (এ-কার্য্যের বিষময় ফল) জানিতে পারিবে। আর অবশ্য নিশ্চয়ই

نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

না'-লামো আন্নাকা য়্যাদীকো ছাদ্‌রোকা বেমা- য়্যাকূলুনা ;---ফাছাব্বেহ্ বেহাম্‌দে
আমি অবগত আছি নিশ্চয়ই তুমি মনোকষ্ট পাইয়া থাক তজ্জন্য যেরূপ যেরূপ কথা ইহারা (অর্থাৎ এই কাফেরগণ তোমাকে) বলিয়া থাকে ;—অতএব তুমি হাম্‌দ(ছানা')-এর সাথে তছবীহ (পাঠ) কর

رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ

রাব্বেকা অকোম্ মেনাছ্‌ছা-জ্জেদীনা ;--- ওয়া'-বোদ্ রাব্বাকা হাৎতা-
তোমার পালনকারীর আর (তাঁহার উদ্দেশে) ছেজ্‌দা কর ;—আর নিজের পালনকারীর এবাদতে লাগিয়া থাকে এ-পর্য্যন্ত যে

يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

য়্যা'-তোয়্যাকাল্ য়্যাকীন। ৫
আমার একীনী (অর্থাৎ মৃত্যু) তোমার সম্মুখে আসে। (২৩)

৫ ৬|৬ রুকু

ছুরা—নাহল মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ১৬ রুকু ও ১২৮ আয়ত।

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا

আতা---আম্‌রোল্লা-হে ফালা- তাছ্‌তা'-জেলুহো, ছোব্‌হা-নাহু অতাআ-লা- আম্মা-
(হে মক্কার কাফেরগণ !) আল্লার হুকুম (অর্থাৎ কেয়ামত) আসিয়াছে অতএব (অনর্থক) উহার জন্য তোমরা দ্রুততা করিও না, (হে নবী !) আল্লার জাত পবিত্র এবং উচ্চ ইহাদের

(২৩) কোরআনের শাব্দিক অর্থ ত এই হইতেছে যে, "একীনের আসা পর্য্যন্ত নিজের পালনকারীর এবাদতে লিপ্ত থাক।" হাদীছে আসিয়াছে যে, এস্থলে একীন বলিতে 'মৃত্যু'। আর আরবদেশেও

يُشْرِكُوْنَ ۝ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى

ইয়োশ্‌রেকুন। ইয়োনায্‌যেলোল্ মালা---একাতা বেরূহে মেন্ আম্‌রেহী আলা-

শেরেক-পাত্র হইতে। তিনিই নাজেল করেন ফেরেশ্‌তাদিগকে অহীসহ নিজের হুকুমে

مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

মাই-য়্যাশা---ও মেন্ এবা-দেহী--- আন্ আন্‌জেরূ--- আন্নাহু লা--- এলা-হা ইল্লা---

তাঁহার বন্দাগণের মধ্য হইতে যাহার দিকে ইচ্ছা এ-জন্য যে (লোকদিগকে) এ-বিষয়ে আমি হুশিয়ার করিয়া দিই যে আর কোনও ম'বুদ নাই

اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى

আনা- ফাত্তকুন। খালাকাছ্‌ছামা-ওয়াতে অল্-আর্‌দা বেল্ হাক্‌কে, তা-আলা-

আমার ছাড়া অতএব তোমরা আমাকে ভয় করিতে থাক। তিনিই কোন (মহৎ) উদ্দেশ্যে আছমান এবং জমীনকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি বহুউর্দ্ধে

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ

আম্মা- ইয়োশ্‌রেকুন। খালাকাল্ এনছা-না মেন্ নোৎফাতেন্ ফাএজা- হোওয়া

তাহা হইতে ইহারা যাহাকে (তাঁহার) শরিক স্থির করিয়াছে। তিনিই মানুষকে নোৎফা (রক্তপিণ্ড) হইতে সৃজন করিয়াছেন এতদ্‌সত্বেও মানুষ

خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ

খাছীমোম্ মোবীন। অল্-আন্‌আ-মা খালাকাহা-, লাকুম্ ফী-হা- দেফ্‌ওঙ্

(আল্লার সম্বন্ধে) খেলাখুলি ভাবে তর্ক করিতেছে। (১) আর তিনিই চতুষ্পদ জানোয়ারকে সৃজন করিয়াছেন, তাহাদের (চামড়া ও লোমের) মধ্যে তোমাদের (শীতের) আছবাব রহিয়াছে

وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ

অমানা-ফেয়ো আমেন্‌হা- তা'-কোলুন। অলাকুম্ ফী-হা- জ্বামা-লোন্ হীনা তোরীহূনা

আর (অন্যান্য বহুপ্রকারের) উপকার রহিয়াছে আর উহা(দের মধ্য) হইতে (কোন কোন জানোয়ারকে) তোমরা খাইয়া(ও) থাক। আর উহাতে তোমাদের শোভনও রহিয়াছে যখন (সন্ধ্যাকালে) তাহাদিগকে চরাইয়া (গৃহে ফিরাইয়া) লইয়া আইস

প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, তদ্দেশীয় লোক মৃত্যুকে একীন বলিয়া থাকে। কারণ মৃত্যুর আগমন সমস্ত একীন অর্থাৎ বিশ্বাস হইতে অধিকতর বিশ্বাস্য।

(১) অর্থাৎ কাফেরগণ নিজেদের সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করে না যে, তাহারা এক নাপাক নোৎফা হইতে সৃজিত হইয়াছে। ইহাদের ছোটমুখে এরূপ বড় কথা যে, ইহারা আল্লার সম্বন্ধে বিতর্ক করে।

وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا

অহীনা তাছ্‌রাহূন্। অতাহ্‌মেলো আছ্‌কা-লাকুম্ এলা- বালাদেল্ লাম্ তাকূনূ

আর যখন (সকালে মাঠে জঙ্গলে) চরাইতে লইয়া যাও। আর বহিয়া লইয়া যায় (চতুষ্পদ জানোয়ার) তোমাদের মোটগুলি সেই শহর পর্য্যন্ত(ও) যে (সহর) পর্য্যন্ত তোমরা সক্ষম নহ

بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۭ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

বা-লেগীহে ইল্লা- বেশেক্‌কেল্ আন্‌ফোছে, ইন্না রাব্বাকুম্ লারাউফোর্‌রাহীমোঙ,---

তাহা পৌছাইতে লবে-জান হওয়া ব্যতীত, নিঃসন্দেহ তোমাদের পালনকারী (তোমাদের প্রতি) খুবই অনুকম্পাশীল (এবং) দয়ালু ;—

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۭ وَيَخْلُقُ

অল্-খায়লা অল্-বেগা-লা অল্-হামীরা লেতার্‌কাবূহা- অযীনাতান্, অয়্যাখ্‌লোকো

আর (তিনিই) ঘোড়া ও খচ্চর এবং গাধাকে (সৃজন করিয়াছেন) যাহাতে তোমরা উহাদের দ্বারা ছওয়ারী(র কাজ) লও আর (ছওয়ারীর ছাড়া এই জীবগুলি তোমাদের) শোভনীয়(ও), আর তিনি (অন্যান্য অনেক কিছু) সৃজন করিয়া থাকেন

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۗىِٕرٌ ۭ

মা- লা- তা'-লামূন। অআলাল্লা-হে কাছ্‌দোছ্‌ছাবীলে অমেন্‌হা- জা-য়েরোন,

যাহাদের বিষয় তোমরা জান না। আর (দীনের পথের একটী) সরল পথ (যাহা ত্বরিত) আল্লাহ্ পর্য্যন্ত পৌছে আর উহার কোনওটী বক্র,

وَلَوْ شَاۗءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ

অলাও শা-আ লাহাদা-কুম্ আজ্‌মায়ীন। ঌ হোওয়াল্লাযী--- আন্‌যালা

আর (আল্লাহ্) ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকেই সরল পথ প্রদর্শন করিতেন। তিনিই (সর্ব্বশক্তিমান) যিনি বর্ষাইয়াছেন

ع ১ / ৭ রুকু

مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ

মেনাছ্‌ছামা---এ মা--আল্ লাকুম মেন্‌হো শারা-বোঙ অমে হো শাজারোন্ ফী-হে

আছমান হইতে তোমাদের জন্য পানি উহা হইতে কিছু পান করিবার আর উহা হইতে কিছু বৃক্ষের যাহাতে

تُسِيْمُوْنَ ۝ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ

তোছীমূন। ইয়োম্বেতো লাকুম্ বেহেয্‌যার্‌আ অয়্‌যায়্‌তূনা অন্‌নাখীলা অল্-আ'-না-বা

তোমরা (তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে) চরাইয়া থাক। সেই পানি হইতে (আল্লাহ্) উৎপাদন করেন তোমাদের জন্য ফসল আর জয়তুন খেজুর আর আঙ্গুর

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ

অমেন্ কুল্লেছ্‌ছামারা-তে, ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যাতাল্ লেকাওমেই
এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে (আল্লার কোদ্‌রতের মহা) নিদর্শন রহিয়াছে সেই লোকদিগের জন্য

يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ

য়্যাতাফাক্কারূন। অছাখ্‌খারা লাকোমোল্লায়লা অন-নাহা-রা, অশ্‌শাম্‌ছা
যাহারা চিন্তাশীল। আর তিনিই (এক প্রকারের) তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন রাত্রকে এবং দিবসকে আর সূর্য্যকে

وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

অল্-কামারা, অন্‌নোজুমো মোছাখ্‌খারা-তোম্ বেআম্‌রেহী, ইন্না ফী জা-লেকা
ও চন্দ্রকে, আর (অনুরূপই) নক্ষত্রা জ(৩) নিয়ন্ত্রিত তাঁহারই হুকুমে, (২) নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ

লাআ-য়্যা-তেল্ লেকাওমেই য়্যা--কেলূনা ;— অমা- জারাআ লাকুম্ ফেল্-আরদে
(আল্লার কোদ্‌রতের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে সেই লোকদিগের জন্য যাহারা জ্ঞানী ;—আর যাহা কিছু(ই) তিনি তৈয়ারী করিয়াছেন তোমাদের (উপকারের) জন্য ভূজগতে

مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ

মোখ্‌তালেফান্ আল্‌ওয়া-নোহু, ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যাতাল্ লেকাওমেই
সেগুলির রং বিভিন্ন প্রকারের নিশ্চয় ইহাতে (আল্লার কোদ্‌রতের মহা) নিদর্শন (বিদ্যমান) রহিয়াছে সেই লোকদিগের জন্য

يَّذَّكَّرُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا

য়্যাজ্জাক্কারূন। অহোওয়াল্লাজী ছাখ্‌খারাল্ বাহ্‌রা লেতা'--কোলূ মেন্‌হো লাহ্‌মান্
যাহারা চিন্তাকে কাজে লাগায়। আর তিনিই (সর্ব্বশক্তিমান) যিনি (তোমাদের জন্য একপ্রকারে) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন সমুদ্রকে (৩) যাহাতে তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ কর মৎস্য-মাংস

طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ

তারীয়্যাঁও অতাছ্‌তাখ্‌রেজূ মোন্‌হো হেল্‌য়্যাতান্ তাল্‌বাছুনাহা-, অতারাল্ ফোল্‌কা
তাজা (তাজা) আর উহা (অর্থাৎ সমুদ্র) হইতে বাহির কর গহনা(র বস্তু অর্থাৎ মতি) যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক, আর (হে সম্বোধিত ব্যক্তি !) তুমি দেখিতেছ নৌকাগুলি

(২) রাত্র, দিবস, চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্ররাজি এগুলিকে মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন—এতদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ইহাদের দ্বারা মানুষের মহা মহা কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া এ-গুলি যেন মানুষের অনুগত।

(৩) সমুদ্র একদিক দিয়া এভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, লোক ইহাতে নৌকা ও জাহাজ আদি চালনা করিয়া থাকে, মৎস্য শিকার করে, মতি উত্তোলন করে, এবং খাল কর্ত্তন করতঃ সমুদ্রের আকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটায়।

مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

মাওয়া-খেরা ফী-হে অলেতাব্‌তাগু, মেন্ ফাদ্‌লেহী অলাআল্লাকুম তাশ্‌কোরূন।
পানিকে চিরিয়া থাকে দরিয়ায় আর (দরিয়াকে এ-জন্যও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে) যাহাতে তোমরা আল্লার অনুগ্রহ (অর্থাৎ ব্যবসায় বাণিজ্যের ফল)লাভের অনুসন্ধান কর আর যাহাতে তোমরা (অবশেষ এ-সকল উপকারের দিকে জ্ঞান-দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া আল্লার) শোকর কর।

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

অআলকা- ফেল্-আরদে রাওয়া-ছেয়্যা আন্ তামীদা বেকুম্ অআন্‌হা-রাও, রছোবোলাল
আর তিনিই (মহা ভার বিশিষ্ট) পাহাড়কে জমীনে গাড়িয়াছেন যাহাতে তোমাদের সাথে (পাহাড় অন্যদিকে) হেলিতে না পারে আর (তিনিই) নদী সকল ও পথ সকল (তৈয়ারী করিয়াছেন)

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۙ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ○

অআল্লাকুম তাহ্‌তাদূনা ;— অআলা-মা-তেন, অবেননাজ্‌মে হুম্ য়্যাহ্‌তাদূন।
যাহাতে তোমরা (তোমাদের), লক্ষ্যস্থলে পৌছাও। আর (মোছাফেরদিগের জন্য) বহু চিহ্ন (নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন সেগুলির সাহায্যে তাহারা পথ চিনিয়া লয়), আর লোক তারকার সাহায্য(ও) পথ চিনিয়া থাকে।

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○ وَإِنْ

আফামাই য়্যাখ্‌লোকো কামাঁল্ লা- য়্যাখ্‌লোকো, আফালা- তাজাক্কারূন্। অইন্
তাহা হইলে (যে আল্লাহ্ এতগুলি মখ্‌লুক সৃজন করিলেন) তিনি কি তাহার (অর্থাৎ সেই বোতের) সমতুল্য হইয়া গেলেন যে (কিছুই) সৃজন করিতে সক্ষম নয়? অতএব তোমরা কি (এতটুকু কথাও) বুঝ না? আর যদি

تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○

তাওদ্দু নে'-মাতাল্লা-হে লা- তোহ্‌ছুহা-, ইন্নাল্লা-হা লা-গাফূরোর্‌রাহীম।
তোমরা আল্লার নেয়ামতকে গণনা করিতে ইচ্ছা কর তবে (এমন বহু নেয়ামত রহিয়াছে যে) তোমরা তাহার (পুরা পুরা) গণনা করিতে পার না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহা ক্ষমাকারী দয়ালু (তজ্জন্যই তোমাদের না-শোক্‌রী সত্বেও শাস্তিদান করেন না এবং নিজের নেয়ামত তোমাদের জন্য বন্ধ করেন না)।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

অল্লা-হো য়্যা'-লামো মা- তোছেররূনা অমা- তো'-লেনূন। অল্লাজীনা য়্যাদউনা
আর আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন যাহা কিছু তোমরা গোপন কর আর যাহা কিছু তোমরা প্রকাশ কর।
আর যাহারা (যে সকল বোতকে হাজত-রওয়া জ্ঞানে) ডাকিয়া থাকে

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۙ أَمْوَاتٌ

মেন দূনেল্লা-হে লা- য়্যাখ্‌লোকূনা শায়্‌আও, অহুম ইয়োখ্‌লাকূন। আম্‌ওয়া-তোন্
আল্লার ছাড়া (তাহাদের ত অবস্থা এই যে) তাহারা কোনও বস্তু সৃজন করিতে সক্ষম নহে বরং তাহারা নিজেরাই সৃষ্ট (৪) (তাহারা) মৃত

---

(৪) অর্থাৎ মানুষই তাহাদের জন্মদাতা।

ع ২ ৮ রুকু

غَيْرُ اَحْيَآءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ لا اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ع اِلٰهُكُمْ

গায় রো আহ্‌য়্যা—এন্, অমা- য়্যাশ ওরূনা— আয়্যা-না ইয়োবআছূন। ع এলা-হোকুম্
জীবনহীন, আর তাহারা এতটুকু খবরও রাখে না যে কবে (কেয়ামত হইবে ও মৃতকে) উঠাইরা দাঁড় করানো যাইবে। (হে লোক সকল!) তোমাদের মা'বুদ

اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ

এলা-হোঙ্ ওয়া-হেদ, ফাল্লাজীনা লা- ইয়ো্যা'-মেনূনা বেল্ আ-খেরাতে কোলূবোহুম্
অদ্বিতীয় মাবুদ, অতএব যাহারা বিশ্বাস করে না পরকাল (দিবস)-এর তাহাদের অন্তঃকরণ (এভাবের যে কেমনই যুক্তিযুক্ত কথাই হউক)

مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

মোন্‌কেরাতোঙ্ অহুম মোছ্‌তাক্‌বেরূন। লা- জারামা আন্‌নাল্লা-হা য়্যা'-লামো
এন্‌কার(ই) করিয়া থাকে আর উহারা (অতিশয়) অহঙ্কারী। নিঃসন্দেহ আল্লাহ (সমস্তই) জানেন

مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝

মা- ইয়্যোছেরূনা অমা- ইয়ো্যা'-লেনূনা, ইন্‌নাহূ লা- ইয়্যোহেব্বোল্ মোছ্‌তাক্‌বেরীন।
যাহা কিছু ইহারা গোপন করিয়া থাকে আর যাহা কিছু প্রকাশ করিয়া থাকে, কখনই তিনি গর্ব্বকারী-দিগকে পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ لا قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ

অএজা- কীলালাহুম্ মা-জা— আন্‌যালা রাব্বোকুম্, কা-লূ— আছা-তীরোল্
আর যখন ইহা (অর্থাৎ কাফের)দিগকে (কোরআন সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা যায় যে কি অবতরণ করিয়াছেন তোমাদের পালনকারী, তখন ইহারা উত্তর দিয়া থাকে যে (কোরআন) দাস্তান সমূহ

الْاَوَّلِيْنَ ۙ لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ لا

আওঅলীনা ;— লেয়্যাহ্‌মেলূ— আও্‌যা-রাহুম্ কা-মেলাতাই য়্যাও্‌মাল্ কেয়্যামাহ্,
অগ্রবর্ত্তীদিগের :—যাহাতে ইহাদিগকে উঠাইতে হয় ইহাদের (গোনার) সম্পূর্ণ বোঝা কেয়ামতের দিনে,

وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اَلَا سَآءَ

অমেন্ আও্‌যা-রেল্লাজীনা ইয়্যোদেল্লূনাহুম বেগায়্‌রে এল্‌ম্, আলা- ছা—আ
আর তাহাদেরও কোন কোন (গোনার) বোঝা (ইহাদিগকে উঠাইতে হইবে) যাহাদিগকে ইহারা গোমরাহ্ করিতেছে অজ্ঞতার দরুন, হুশিয়ার (অতি) জঘন্যতর বোঝা

ع ৩ ৯ ব

مَا يَزِرُوْنَ ع قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ

মা- য়্যাযেরূন। ع কাদ্ মাকারাল্লাজীনা মেন্ কাব্‌লেহিম্ ফাআতাল্লা-হো
ইহারা নিজেদের উপর চাপাইয়া যাইতেছে। নিশ্চয়ই (আল্লার বিরুদ্ধে) ফন্দী খাটাইয়াছিল ইহাদের অগ্রের লোকেরাও তখন আল্লা খবর লইয়া ছিলেন

بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

বোন্য়্যা-নাহুম মেনাল্ কাওয়া-এদে্ ফাখার্‌রা আলায়্হেমোছ্‌ছাক্‌ফো

তাহাদের (খেয়ালী) এমারতের ভিত্তিমূল হইতে তৎফলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছিল (সেই খেয়ালী এমারতের) ছাদ (ধ্বংস করিয়া) তাহাদেরই প্রতি

مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ ثُمَّ

মেন্ ফাওকেহিম্ অআতা- হোমোল্ আজা-বো মেন্ হায়্ছো লা- য়্যাশ্ওরূন। ছোম্মা

তাহাদের উপর হইতে (তখন সমস্ত খেয়াল মিথ্যায় পর্য্যবসিত হয়) আর তাহাদিগকে আজাব আসিয়া ঘিরিল (সেই দিক হইতে) যে-দিক হইতে (আজাব আসার) তাহাদের খবর পর্য্যন্ত ছিল না। তারপর

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِيْنَ

য়্যাওমাল-কেয়্যা-মাতে ইয়্যোখ্‌যীহিম্ অয়্যাক্বুলো আয়্না শোরাকা—এয়্যাল্লাজীনা

(ইহাতেই শেষ নহে) কেয়ামত-দিবসে আল্লাহ্ তাহাদিগকে (আরও) অপদস্থ করিবেন এবং (তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিবেন (এক্ষণ তাহারা) কোথায় (তোমরা যাহাদিগকে) আমার শরিক (বানাইয়া ছিলে এবং)

كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ فِيْهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ

কোন্তুম্ তোশা—ক্কূনা ফী-হিম্, ক্বা-লাল্লাজীনা উ-তোল্ এল্‌মা ইন্নাল্ খেয্‌য়্যাল্

যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা (মো'মেনদিগের সহিত) ঝগড়া করিতে, (তখন ত উহাদের কোন উত্তর দেওয়াই সম্ভব হইবে না কিন্তু) তাহারাই বলিবে যাহাদিগকে (দুনিয়ায় হক কথার) বুঝ দেওয়া হইয়াছিল নিশ্চয় ফজিহত

الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ

য়্যাওমা অছ্‌ছূ—আ আলাল্ কা-ফেরীনা—ল্লাজীনা তাতাঅফ্‌ফা- হোমোল্

এবং দুর্ব্ব্যবহার (এ-সমস্ত মছীবতই) অদ্যকার দিবসে কাফেরদিগেরই প্রতি রহিয়াছে ;—যাহারা (দুনিয়াও) যখন কি হরণ করিয়াছিল তাহাদের জীবন

الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا

মালা—একাতো জা-লেমী— আনফোছেহিম্, ফাআল্‌কাভোছ্‌ছালামা মা- কোন্না-

ফেরেশ্তাগণ (তখন পর্য্যন্ত আল্লার শরিক করিয়া) তাহারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিত, তখন (যাহাদের সহিত উহারা দুনিয়ায় ঝগড়া করিত তাহাদের সহিত) সন্ধির প্রস্তাব করিবে, (আর ওজর প্রদর্শন ভাবে বলিবে) যে আমরা ত

نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ ۚ بَلٰى إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

না'মালো মেন্ ছূ—এন, বালা— ইন্নাল্লা-হা আলীমোম্ বেমা- কোন্তুম তা'-মালূন।

কোন প্রকার মন্দকাজ করিতাম না, (তখন আল্লাহ কহিবেন) বটে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশেষরূপ জানেন যাহা কিছু তোমরা করিতে।

فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى

ফাদ্‌খোলু— আব্‌ওয়া-বা জাহান্নামা খা-লেদীনা ফী-হা, ফালাবে'ছা মাছ্‌ওয়াল্‌

অতএব তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের দ্বারগুলি দিয়া (দোজখে আর) উহাতে (তোমরা চির) চিরকাল থাক অপিচ (কি-ই) কদর্য্য স্থিতি-স্থল

الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ

মোতাকাব্বেরীন। অকীলা লেল্‌লাজীনাত্তাকাও, মা-জা— আন্‌যালা রাব্বোকুম,

অহঙ্কারকারীদের। আর (কোরআন সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা হয় পরহেজগারদিগকে কি নাজেল করিয়াছেন তোমাদের পালনকারী,

قَالُوْا خَيْرًا ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ

কা-লু খায়্‌রান, লেল্‌লাজীনা আহ্‌ছানূ ফী হা-জেহেদ্দোন্‌য়্যা- হাছানাতোন্‌, অলাদা-রোল্‌

(তখন পরহেজগারেরা) উত্তর দিয়া থাকে যে (উত্তম হইতে) উত্তম, যাহারা উপকার করিয়াছে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেও উপকার রহিয়াছে, আর (তাহাদের) শেষ স্থিতি-

الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ جَنّٰتُ عَدْنٍ

আ-খেরাতে খায়্‌রোন্‌, অলানে'-মা দা-রোল্‌ মোত্তাকীনা,— জান্‌না-তো আদ্‌নেই

স্থল (ত ইহা অপেক্ষাও) উত্তম, আর কী-ই উত্তম পরহেজগারদিগের (পরকালের) গৃহ ;— (অর্থাৎ উহাদের) চির বসবাসের (জন্য বেহেশতের) বাগান রহিয়াছে

يَدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ۚ

য়্যাদ্‌খোলুনাহা- তাজ্‌রী মেন্‌ তাহ্‌তেহাল্‌ আন্‌হা-রো লাহুম্‌ ফী-হ - মা-য়্যাশা—উনা,

যাহাতে উহারা প্রবেশ করিবে সেই (বাগান)গুলির নিম্নে নদী সকল বহিতে থাকিবে তথায় তাহাদের জন্য মওজুদ (রহিয়াছে) যে-জিনিষের তাহাদের মন চাহিবে,

كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ

কাজা-লেকা য়্যাজ্‌যেল্‌লা-হোল্‌ মোত্তাকীনা—ল্লাজীনা তাতাঅফ্‌ফা-হোমোল্‌

এইরূপই আল্লাহ্‌ বিনিময় প্রদান করেন পরহেজগারদিগকে,—যাহাদের জীবন এ অবস্থায় হরণ করে

الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوْا

মালা—একাতো তয়্‌ইয়্যেবীনা, য়্যাকূলুনা ছালা-মোন্‌ আলায়্‌কোমোদ্‌খোলোল্‌

ফেরেশ্‌তা যে তাহা (অর্থাৎ পরহেজগারের জীবন শের্কের গলিজ হইতে) পাক থাকে, (আর যখন) ফেরেশ্‌তাগণ (তাহাদের জীবন হরণের জন্য আগমন করে, তখন খুবই সম্মানের সাথে তাহাদিগকে) ছালাম আলায়্‌ক করিয়া থাকে (আর বলিয়া থাকে) যে, তোমরা প্রবেশ কর

الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ

জান্নাতা বেমা- কোন্তুম্ তা'-মালুন। হাল্ য়্যান্জোরূনা ইল্লা— আন্ তা'-তেয়্যা হোমোল

বেহেশ্‌তে যদ্রূপ (সৎকাজ) তোমরা (দুনিয়ায়) করিতে। (হে নবি! এই মোন্‌কেরগণ) কি এই বিষয়েরই অপেক্ষা করিতেছে যে ইহাদের নিকট আসিয়া মওজুদ হয়

الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ

মালা—একাতো আও য়্যা'-তেয়্যা আম্‌রো রাব্বেক্, কাজা-লেকা ফাআলাল্লাজীনা

ফেরেশ্‌তাগণ (ইহাদের জীবন হরণ করিবার জন্য) অথবা নাজেল হয় তোমার পালনকারীর (আজাবের) নির্দ্দেশ, এইরূপই করিয়াছিল তাহারাও যাহারা

مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

মেন কাব্‌লেহিম, অমা- জালামা হোমোল্লা-হো অলা-কেন্ কা-নূ— আন্‌ফোছাহুম্

ইহাদের পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছে, আর আল্লাহ্ উহাদের প্রতি (অনুমাত্রও) জুলুম করেন নাই বরং উহারা (কোফরী অবলম্বন করার জন্য) নিজেদের উপর নিজেরা

يَظْلِمُوْنَ ۝ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا

য়্যাজ্‌লেমূন। ফাআছা-বাহুম্ ছায়্যেআ-তো মা আমেলূ অহা-ক্বা বেহিম্ মা-কা-নূ

জুলুম করিতে থাকে। তখন ফল এই দাঁড়াইল যে (উহারা যদ্রূপ জঘন্য কার্য্য করিত, অনুরূপই) উহাদের কার্য্যাবলীর জঘন্য ফল উহারা প্রাপ্ত হইল, আর ঘিরিয়া লইল উহাদিগকে সেই বস্তু (অর্থাৎ সেই আজাব) যাহার (অর্থাৎ যে-আজাবের) সাথে উহারা

بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ

বেহী য়্যাছ্‌তাহ্‌যেউন। ع অকা-লাল্লাজীনা আশ্‌রাকূ লাও শা—আল্লা-হো

বিদ্রূপ করিত। আর বলিয়া থাকে মোশ্‌রেকগণ যে যদি ইচ্ছা করিতেন আল্লাহ্ তাহা হইলে

ع 4 / ১০ রুকু

مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا

মা- আবাদ্‌না- মেন্ দূনেহী মেন্ শায়্‌এন্ নাহ্‌নো অলা— আ-বা—য়োনা-

না-ত আমারাই পূজা করিতাম তাঁহার ছাড়া অন্য কোন জিনিষের আর না (পূজা করিত) আমাদের পিতৃপুরুষেরা

وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ

অলা- হার্‌রাম্‌না- মেন্ দূনেহী মেন্ শায়্‌এন্, কাজা-লেকা ফাআলাল্লাজীনা মেন্

আর না-ত আমরা হারাম স্থির করিতাম তাঁহার (হুকুম) ছাড়া (নিজেদের তরফ হইতে) কোনও জিনিষকে, এই প্রকারই (হিলা বাহানা) করিয়াছিল তাহারাও যাহারা

قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا

কাব্‌লেহিম্‌, ফাহাল্‌ আলার্‌রোছোলে ইল্‌লাল্‌-বালা-গোল্‌-মোবীন। অলাকাদ্‌ বাআছ্‌না-

ইহাদের পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছে, অতএব ইহার ছাড়া আর কিছুই জেম্মাদারী নাই পয়গাম্বরদিগের প্রতি যে (তাহারা আল্লার আহ্‌কামকে) পরিষ্কারভাবে পৌঁছিয়া দেয়। আর আমি পাঠাইতে থাকি

فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ

ফী কুল্লে ওম্মাতের্‌রাছুলান্‌ আনে'-বোদোল্‌লা-হা অজ্‌তানেবোৎতা-গূতা, ফামেন্‌হুম্‌

প্রত্যেক ওম্মতের মধ্যে (কোন না কোন) পয়গাম্বরকে (এই কথা বুঝাইবার জন্য) যে (হে লোক সকল!) আল্লার এবাদত কর আর আত্মরক্ষা করিয়া চল শয়তান (ছেরকশ)-এর প্ররোচনা হইতে, তখন উহাদের মধ্যেকার

مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ

মান্‌ হাদাল্‌লা-হো অমেন্‌হুম্‌ মান্‌ হাক্‌কাৎ আলায়্‌হেদ্‌দলা-লাহ্‌, ফাছীরূ ফেল্‌-আর্‌দে

কাহাকেও কাহাকেও আল্লাহ্‌ হেদায়েত দান করিলেন আর উহাদের মধ্যেকার কাহারও (মাথার) উপর গোমরাহী চাপিয়া বসিল, অতএব (হে লোক সকল! তোমরা) জমিনে চলা-ফেরা করিতে থাক

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ إِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ

ফান্‌জোরূ কায়্‌ফা কা-না আ-কেবাতোল্‌ মোকাজ্জেবীন। ইন্‌ তাহ্‌রেছ্‌ আলা- হোদা-হুম্‌

আর দেখ যে (পয়গাম্বরগণের) মিথ্যা জানাদিগের কিরূপ (জঘন্য) পরিণতি দাঁড়াইয়াছে। (হে নবি!) যদি তোমার লালসা থাকে ইহাদের সঠিক পথে আসিয়া যাওয়ার

فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

ফাইন্‌নাল্‌লা-হা লা- য়্যাহ্‌দী মাই-ইয়োদেল্‌লো অমা- লাহুম্‌ মেন্‌না-ছেরীন।

তবে (এ-খেয়াল তুমি ত্যাগ কর কারণ) যে ব্যক্তি গোম্‌রাহ্‌ হইতে ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌ তাহাকে হেদায়েত দান করেন না আর কেহই তাহার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মানও হয় না (যে তাহাকে আল্লার আজাব হইতে রক্ষা করে)।

وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ

অআক্‌ছামূ বেল্‌লা'হে জাহ্‌দা আয়্‌মা-নেহিম্‌, লা- য়্যাব্‌আছোল্‌লা-হো মাই-য়্যামূতো,

আর এই মোনকেরগণ আল্লার বড় কঠিন কছম খাইয়া থাকে যে যে-ব্যক্তি মরিয়া যায় আল্লাহ্‌ তাহাকে (পুনর্ব্বার উঠাইয়া) দাঁড় করিবেন না,

بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

বালা- ওয়া'-দান্‌ আলায়্‌হে হাক্‌কাও অলা-কেন্না আক্‌ছারান্‌না-ছে লা- য়্যা'-লামূনা ;—

(হে নবি! তুমি ইহাদিগকে বল যে) নিশ্চয়ই (উঠাইয়া দাঁড় করিবেন ইহা) তাঁহার বরহক ওয়াদা কিন্তু অধিকাংশ লোক (ইহার) বিশ্বাস করে না ;—

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ

লেইয়্যোবায়্যেনা লাহোমোল্লাজীনা য়্যাখ্তালেফূনা ফী-হে অলেয়্যা'-লামাল্লাজীনা

(সেই মরদূদগণের জীবন্ত হইয়া উঠা) এ-জন্য (একান্ত আবশ্যক যে) যাহাতে আল্লাহ্ (কেয়ামতদিবসে আসল ভেদতত্ত্ব) ইহাদের প্রতি প্রকাশ করিয়া দেন যে-সকল বিষয়ে ইহারা (দুনিয়ায়) মতভেদ সৃষ্টি করিতে রহিয়াছে আর যাহাতে জানিয়া লয়

كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا

কাফারূ—আন্নাহুম্ কা-নূ কা-জেবীন। ইন্নামা- ক্বাওলোনা- লেশায়্এন্ এজা---

কাফেরগণ যে উহারাই সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে ছিল। তখন আমার উক্তি তাহার সম্বন্ধে কেবলমাত্র এতটুকুই হইয়া থাকে যখন

أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ

আরাদ্না-হো আন্-নাক্বূলা লাহূ কোন্ ফায়্যাকূন। অল্লাজীনা হা-জারূ ফেল্লা-হে

আমি কোন বস্তুর (সৃজন) ইচ্ছা করি যে আমি তাহাকে বলি, হইয়া যাও তখন তাহা হইয়া যায় (এ-অবস্থায় আমার পক্ষে এই মরদূদগণের পুনরুজ্জীবিত করা কিসের মুশকিল)। আর যাহারা দেশত্যাগী হইয়াছে আল্লার জন্য

৫
৫
১১
রুকু

مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ

মেম্ বা'-দে মা- জোলেমূ লানোবাওভেআন্নাহুম্ ফেদ্দোনয়্যা- হাছানাহ্,

(কাফেরদিগের পক্ষ হইতে) তাহাদের উপর জুলুম হওয়ার পশ্চাতে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে বসাইব দুনিয়াতে (৫) উত্তম ঠীকানায়,

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا

অলাআজ্রোল্ আ-খেরাতে আক্বারো, লাও্ কা-নূ য়্যা'-লামূনা---ল্লাজীনা ছাবারূ

আর পরকালের পুরস্কার (যাহা তাহারা প্রাপ্ত হইবে তাহা ইহা হইতেও) খুবই বড়, যদি তাহারা জানিত—যাহারা (আল্লার পথে) ছবর করিতেছে

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا

অআলা- রাব্বেহিম্ য়্যাতাঅক্কালুন। অমা--- আর্ছালনা- মেন্ ক্বাব্লেকা ইল্লা-

আর নিজেদের পালনকারীর প্রতি ভরসা রাখিতেছে (পরকালের পুরস্কারের বিস্তারিত অবস্থা যদি তাহারা জানিত, তবে কখনই মন ছোট করিত না)। আর (হে নবি!) আমি তোমার অগ্রে(ও) এই (তোমারই মত)

(৫) এছলামের জয়যুক্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে ইহাও এক ভবিষ্যদ্বাণী যাহার সংঘটন হইয়া চুকিয়াছে।

رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ

রেজ্বা-লান্ নূহী— এলায়্হিম্ ফাছআলূ— আহ্লাজ্-জেক্‌রে ইন্ কোন্তুম্ লা- ত'-লামূনা;—

মনুষ্যকেই পয়গাম্বর করিয়া পাঠাইয়া ছিলাম (দলীল ও কেতাবসহ), আমি অহী পাঠাইতাম তাহাদের দিকে অতএব (হে নবি ! তুমি এই মোনকেরদিগকে বল যে) তাহা হইলে (তোমরা পশ্চাৎবর্ত্তী আছমানী কেতাবগুলির) পাঠক অধ্যাপকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যদি (ইহা) তোমাদের (নিজেদের) জানা না থাকে ;—

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

বেল্-বায়্য়েনা-তে অয্‌যাবোরে, অআন্‌যাল্‌না— এলায়্কাজ্-জেক্‌রা লেতোবায়্য়েনা

আর (এই রূপই) আমি নাজেল করিয়াছি তোমার প্রতি(ও এই) কোরআন (৬) যাহাতে তুমি (ইহা) খুব ভাব ভালরূপে বুঝাইয়া দাও

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

লেন্না-ছে মা- নোয্‌যেলা এলায়্হিম অলাআল্লাহুম্ য়্যাত্যাফাক্‌কারূন্।

লোকদিগকে যাহা (অর্থাৎ যে আহ্‌কাম) পাঠান হইয়াছে তাহাদের দিকে (তাহাদের হেদায়েতের জন্য) আর যাহাতে তাহারা(ও এ-বিষয়ে) চিন্তা করে।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ

আফাআমেনাল্লাজীনা মাকারোছ্‌ছায়্য়েআ-তে আই-য়্যাখ্‌ছেফাল্লা-হো বেহেমোল্-

তবে কি তাহাদের এ-বিষয়ের আদো ভয় নাই যাহারা খারাপ খারাপ ফন্দী খাটাইয়া থাকে যে ধসাইয়া মারেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে

الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَوْ

আর্‌দা আও্য়্যা- তেয়্যাহোমোল্ আজা-বো মেন্ হায়্ছো লা-য়্যাশ্‌ওরূনা ;— আও্

জমীনের মধ্যে কিম্বা তাহাদের প্রতি আসিয়া পড়ে (আল্লার) আজাব (সেইদিক হইতে) যে-দিক হইতে তাহাদের খবরও না থাকে ;—অথবা

يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۙ اَوْ يَاْخُذَهُمْ

য়্যা'-খোজা হুম্ ফী তাকাল্লোবেহিম্ ফামা- হুম্ বেমো'-জেযীন ;— আও্য়্যা'-খোজা হুম্

আল্লাহ্ আসিয়া ধরেন তাহাদিগকে তাহাদের চলা-ফেরা অবস্থায় (আর আল্লাহ্ যদি এইরূপই করিতে আসেন) তাহা হইলে (কোনও ফন্দী বলে) তাহারা (তাঁহাকে) হারাইতে(ও) পারে না ;— কিম্বা (আল্লাহ্) তাহাদের ধরিয়া বসে

---

(৬) কোরআন প্রায়শঃই উপদেশপূর্ণ, তন্নিমিত্ত কোরআনকে জেক্‌র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি (অর্থাৎ অনুবাদক)ও জেক্‌রের অর্থ কোরআন গ্রহণ করিয়াছি।

عَلٰى تَخَوُّفٍ ۭ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا

আলা- তাখাওভোফেন্, ফাইন্না রাব্বাকুম্ লারাউফোর্‌রাহীম। অওয়ালাম্ য়্যারাও

তাহাদের ভয় জাগিতে জাগিতে, অপিচ (হে লোক সকল !) নিঃসন্দেহ তোমাদের পালনকারী পরম অনুকম্পাশীল দয়ালু। ইহারা কি দৃষ্টিপাত করে নাই

اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ

এলা- মা- খালাক্বাল্লা-হো মেন্ শায়্‌এই য়্যাতাফায়্যায়ো জেলা-লোহূ আনেল্-য়্যামীনে

আল্লার সৃষ্টিসমূহের মধ্যেকার কোনও বস্তুর দিকে যে ঝুঁকিয়া থাকে তাহার ছায়া (কখনও) দক্ষিণ দিকে

وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ

অশ্‌শামা—এলে ছোজ্জাদাল্ লেল্লা-হে অহুম্ দা-খেরূন। অলেল্লা-হে য়্যাছ্‌জোদো

আর (কখনও) বামদিকে যেন আল্লার সম্মুখে উহারা হেটমুণ্ড এবং বিনয়-ভাব প্রকাশ করিতেছে। আর (সকলেই) আল্লার সম্মুখে হেটমুণ্ড রহিয়াছে

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ

মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়াতে অমা- ফেল্-আর্‌দে মেন্ দা—ব্বাতেও অল্-মালা—একাতো

যত কিছু আছমান সমূহের মধ্যে আর যতপ্রকার জীব জমীনে রহিয়াছে (৭) আর ফেরেশ্‌তাগণ (ও)

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ

অহুম্ লা- য়্যাছ্‌তাক্‌বেরূন। য়্যাখা-ফূনা রাব্বাহুম্ মেন্ ফাওক্বেহিম্ অয়্যাফ্‌আলূনা

আর ফেরেশ্‌তারা (আল্লার হুকুমের সম্মুখে) অহঙ্কার করে না। (ফেরেশতাগণ সকল সময়ই) ভয় করিয়া থাকে নিজেদের পালনকারীর যিনি (আর্শোপরি) উহাদের উপর রহিয়াছেন আর তাহারা পালন করিয়া থাকে

مَا يُؤْمَرُوْنَ ۩ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ

মা- ইয়্যো'-মারূন। ৫ অকা-লাল্লা-হো লা- তাত্তাখেজু— এলা-হায়্‌নেছ্‌নায়্‌নে,

তাঁহার দরবার হইতে) যে নির্দ্দেশ তাহাদিগকে প্রদত্ত হয়। (৮) আর (হে লোক সকল !) আল্লাহ্ হুকুম করিয়াছেন যে তোমরা গ্রহণ করিও না দুই দুই মা'বুদ,

সেজদাহ্ ৫ ৬ ১২ রুকু

(৭) কাহারও سربسجود বিনম্রমস্তক হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ যে-বস্তুকে যে প্রকারের গঠন করিয়াছেন, সেই বস্তু নিজের অবস্থারই উপর ঠিক রহিয়াছে ;—কিছুতেই তাহা হইতেই অতিক্রম করিতে পারে না।

(৮) নিজের শান-শাওকতের দিক দিয়া আল্লাকে আছমানের সাথে সম্বন্ধ করা হইয়া থাকে, নচেৎ আল্লাহ্ সকল স্থানেই মওজুদ রহিয়াছেন। কিন্তু কিভাবে আছেন এবং কিরূপে আছেন, তাহা মানব-জ্ঞানের বাহিরে।

إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○ وَلَهُ

ইন্‌নামা- হোওয়া এলা-হোঙ্‌ ওয়া-হেদ্‌, ফায়ীয়্যা-য়্যা ফার্‌হাবুন। অলাহু

ইহা ছাড়া নয় যে তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ্‌-ই) অদ্বিতীয় মাবুদ, অতএব স্রেফ্‌ আমারই ভয় রাখিও। আর তাঁহারই

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ط أَفَغَيْرَ اللّٰهِ

মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্‌-আর্‌দে অলাহোদ্‌দীনো ওয়া-ছেবা-, আফাগ্বায়্‌রাল্‌লাহে

যাহা কিছু আছমান সমূহে এবং জমীনে রহিয়াছে আর তাঁহারই আজ্ঞাবহ হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, অতএব তোমরা কি আল্লার ছাড়া

تَتَّقُوْنَ ○ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا

তাত্তাকূন। অমা- বেকুম্‌ মেন্‌ নে'-মাতেন্‌ ফামেনাল্‌লা-হে ছোম্মা এজা-

(অন্যান্য জিনিষ) হইতে ভয় করিতেছ? আর যে সমস্ত নেয়ামত তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ (তৎসমস্তই) আল্লারই তরফ হইতে অনন্তর যখন

مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۚ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ

মাছ্‌ছাকোমোদ্দোর্‌রো ফাএলায়্‌হে তাজ্‌আরূন। ছোম্মা এজা- কাশাফাদ্দোর্‌রা

তোমাদের কোন কষ্ট উপস্থিত হয় তখন তাঁহারই দিকে তোমারা ফরিয়াদ করিয়া থাক। তৎপর যখন তিনি (সেই) কষ্টকে দূর করিয়া দেন

عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۙ لِيَكْفُرُوْا

আন্‌কুম্‌ এজা- ফারীকোম্‌ মেন্‌কুম্‌ বেরাব্বেহিম্‌ ইয়োশ্‌রেকূনা ;—লেয়্যাক্‌ফোরূ

তোমাদের উপর হইতে তখনই তোমাদের কতক লোক নিজেদের পালনকারীর সাথে শরিক বানাইতে থাকে ;—যাহাতে তাহার (অর্থাৎ সেই নেয়ামতের) না-শোকরী করে

بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ط فَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○ وَيَجْعَلُوْنَ

বেমা— আ-তায়্‌নাহুম্‌, ফাতামাত্তাউ, ফাছাওফা তা'-লামূন্‌। অয়্যাজ্‌আলূনা

যে-নেয়ামত আমি উহাদিগকে দান করিয়াছি, অতএব (দুনিয়ার কতিপয় দিবসের) তোমরা উপকার লাভ করিতে থাক, (অবশেষ কেয়ামত-দিবসে) তোমাদের ত জানা হইয়াই যাইবে। আর ইহারা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে

لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ط تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ

লেমা- লা- য়্যা'-লামূনা নাছীবাম্‌ মেম্‌মা- রাযাক্‌না-হুম্‌, তাল্‌লা-হে লাতোছ্‌আলোন্‌না

তাহাদের (অর্থাৎ সেই বোৎগণের) অংশও যাহা(র মূল হকিকত)কে জানে না সেই জিনিষ হইতে যাহা আমি ইহাদিগকে রুজী দিয়াছি, আল্লার (অর্থাৎ আমার নিজের) কছুম যে নিশ্চয়ই (কেয়ামত-দিবসে) তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে

عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ٥ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ

আম্‌মা- কোন্তুম্ তাফ্‌তারূন। অয়্যাজ্‌আলূনা লেল্‌লা-হেল্ বানা-তে ছোব্‌হা-নাহু,
তাহা হইতে যদ্রূপ যদ্রূপ বোহ্‌তান তোমরা লাগাইতে রহিয়াছ। আর (এই মোন্‌কেরগণ) নির্দ্ধারণ
করিয়া থাকে (ফেরেশ্‌তাদিগকে) আল্লার কন্যা ছোবহান আল্লাহ্, (অর্থাৎ উহাদের ঐ প্রকার
উক্তি হইতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পাক)

وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ٥ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ

অলাহুম্ মা- য়্যাশ্‌তাহূন্। অএজা- বোশ্‌শেরা আহাদোহুম্ বেল্-ওন্‌ছা- জাল্লা
আর উহাদের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু উহারা ইচ্ছা করে। আর যখন সুসংবাদ দেওয়া হয় উহাদের
কাহাকেও কন্যা(র জন্মগ্রহণে)র তখন হইয়া যায়

وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ٥ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ

অজ্‌হোহু মোছ্‌অদ্দাওঁ অহোওয়া কাজীম। য়্যাতাওয়া-রা- মেনাল্ কাওমে মেন্ ছু—এ
(মনের কষ্টে) তাহার মুখ কাল এবং (বিষসম ঢোক) গিলিয়া রহিয়া যায়। (৯) (তখন সেই ব্যক্তি
লুকাইয়া) লুকাইয়া বেড়ায় লোকদিগের হইতে সেই জিনিষের (অর্থাৎ কন্যার) লজ্জায়

مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط

মা- বোশ্‌শেরা বেহী, আইয়োম্‌ছেকোহু আলা- হূনেন্ আম্ য়্যাদোছ্‌ছোহু ফেত্তোরা-ব্,
যাহার (জন্মগ্রহণ) সম্বন্ধে তাহাকে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে, (আর তখন সে মনে মনে এই মৎলব
ফাঁদিতে থাকে—সেই) অপদস্থতার উপর কি কন্যাকে লইয়া রহিবে না-কি তাহাকে মাটিতে
পুতিয়া ফেলিবে,

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ٥ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

আলা- ছা—আ মা- য়্যাহ্‌কোমূন। লেল্‌লাজীনা লা- ইয়্যো'-মেনূনা বেল্-আ-খেরাতে
দেখ তো (আল্লার সম্বন্ধে) ইহাদের (কি) খারাপ মত। (১০) খারাপ (খারাপ) কাজ ত সেই
লোকদেরই অবস্থায় খাটে যাহারা (কাফের এবং) পরকাল(দিবসে)-এর

(৯) كظم 'কাজ্‌ম' হইতে كظيم 'কাজীম' শব্দের উৎপত্তি। আর 'কাজীম'-এর শব্দগত অর্থ হইতেছে—সম্বরণ করা। এস্থলে মর্ম্ম এই যে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাহাকে নিজের ক্রোধকে সম্বরণ করিতে হয়। আর ক্রোধ সম্বরণকে আমাদের প্রচলিত কথায় "পান করিয়া যাওয়া"ও বলা হয়। তজ্জন্য আমি (অর্থাৎ অনুবাদক) "বিষসম ঢোক গিলিয়া রহিয়া যায়" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

(১০) অর্থাৎ কন্যা হইতে নিজেরা ত ঘৃণা পোষণ করিয়া থাকে, অথচ আল্লার জন্য কন্যা থাকার মত দিতেছে।

مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

মাছালোছ্‌ছাওএ, অলেল্লা-হেল্ মাছালোল্ আ'-লা, অহোওয়াল্ আযীযোল্

বিশ্বাসী নয়, আর আল্লার শানের উপযোগী তো সেই সকল বিষয় যাহা (উত্তম হইতে) উত্তম, আর তিনিই বিজয়ী

الْحَكِيْمُ ۝ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ

হাকীম। ৫ অলাও ইয়্যোআ-খেজোল্লা-হোন্না-ছা বেজোল্‌মেহিম্ মা- তারাকা

(৩) (মহিমাময়। (১১) আর যদি আল্লাহ্ গেরেফ্‌ত করিতেন লোকদিগকে তাহাদের না-ফর্ম্মানীর শাস্তিতে তাহা হইলে (হে নবি!) ছাড়িতেন না তিনি

৫
৭
৯৩
রুকু

عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ

আলায়্‌হা- মেন্ দা—ব্‌বাতেঙ্ অলা-কেই ইয়্যোআখ্‌খেরোহুম্ এলা— আজালেম্

জমীনের উপর কোনও জীবকে তিনি উহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন এক নির্দ্দিষ্ট

مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا

মোছাম্মা, ফাএজা- জা—আ আজালোহুম্ লা- য়্যাছ্‌তা'-খেরূনা ছা-আতাঙ্ অলা-

সময় (অর্থাৎ মৃত্যু-কাল) পর্য্যন্ত, অনন্তর যখন তাহাদের (সেই) সময় আসিয়া যায় তখন (তাহা হইতে) না-ত এক দণ্ডকাল পশ্চাতে থাকিতে পারে আর না

يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ

য়্যাছ্‌তাক্‌দেমূন। অয়্যাজ্‌আলূনা লেল্লা-হে মা- য়্যাক্‌রাহূনা অতাছেফো

আগুয়ান হইতে পারে। আর (ইহারা) স্থির করিয়া থাকে আল্লার জন্য সেই জিনিষকে যে-জিনিষকে নিজেরা পছন্দ করে না (১২) আর দাবীও করিয়া থাকে

اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ

আল্‌ছেনাতোমোল্ কাজেবা আন্না লাহোমোল্ হোছ্‌না-, লা- জারামা আন্না

নিজেদের জবান দ্বারা মিথ্যা মিথ্যা যে (পরকালেও) উহাদের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে, (কল্যাণ ত নয়) নিঃসন্দেহ যে

(১১) প্রথমতঃ আল্লাহ্ ত মূলে সন্তানই রাখেন না। কারণ সন্তান গ্রহণ তাঁহার নিষ্কামত্ব ও একত্বের বিরোধী, তদুপরি কন্যা, সে ত সন্তানগণের অধঃস্তরেই থাকে, এ-পর্য্যন্ত যে, মানুষও কন্যার জন্মগ্রহণকে নিজের সম্বন্ধে লজ্জার কারণ মনে করিয়া থাকে। কাজেই মর্ম্ম এই দাঁড়াইতেছে যে, হেয়তা, ঘৃণ্যতা, অপদস্থতা এবং অভাবগ্রস্ততার যত কাজ রহিয়াছে, তৎসমুদয়ই কাফেরগণেরই অবস্থার উপযোগী। আর আল্লাহ্, তিনি ত এপ্রকার কাজ হইতে যাহা তাঁহার শানের পরিপন্থী, সম্পূর্ণ পাক এবং উর্দ্ধে।

(১২) ইহা হইতে তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, হয় ত সেই কন্যা—যাহাদের উল্লেখ উপর হইতে চলিয়া আসিতেছে। অথবা সম্ভবতঃ ইহার মর্ম্ম শের্ক, কারণ লোক নিজের ইচ্ছা বা ক্ষমতায় নিজের নিজের

لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۝ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا

লাহোমোন্-না-রা অআন্নাহুম্ মোফ্রাতুন। তাল্লা-হে লাক্বাদ্ আর্ছাল্না—
উহাদের জন্য দোজখ রহিয়াছে এবং উহারা (দোজখীদিগের) অগ্রণী। (হে নবি!) আল্লার (অর্থাৎ আমার) কছম নিশ্চয়ই আমি পাঠাইয়া ছিলাম

إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

এলা— ওমামেম্ মেন্ কাব্‌লেকা ফাযায়্যানা লাহোমোশ্শায়্তা-নো আ'-মা-লাহুম্
ওম্মতগণের দিকে (পয়গাম্বর) তোমার অগ্রে(ও) তখন শোভনীয় করিয়া দেখাইয়া ছিল শয়তান তাহাদিগকে তাহাদের (বদ) আমলগুলিকে

فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا

ফাহোওয়া অলীইয়্যোহোমোল্ য়্যাও্মা অলাহুম্ আজা-বোন্ আলীম। অমা—
অতএব সে-ই (শয়তানই) বন্ধু সাজিয়াছে ইহাদের (ও) এ-জামানায় আর (অবশেষ রহিয়াছে) ইহাদের জন্য ব্যথাদায়ক শাস্তি। আর

أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا

আন্‌যাল্না- আলায়্কাল্ কেতা-বা ইল্লা- লেতোবায়্য়েনা লাহোমোল্লাজেখ্‌তালাফু
(হে নবি!) আমি তোমার উপর (এই) কেতাব এই উদ্দেশ্যে নাজেল করিয়াছি যে তাহা তুমি ইহাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দাও (ইহারা পরস্পর) মতবিরোধ করিতেছে

ধন দওলতে কাহাকে অংশী করিতে চায় না। এ-সমুদয় ছাড়াও উহারা আল্লার বান্দাগণ এবং আল্লার সৃষ্টগণকে আল্লার শরিক স্থির করিয়া থাকে। একবিংশ পারায় ছুরা রুমে আমাদের এই খেয়ালের সমর্থন রহিয়াছে। যথা:—

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ

অর্থ—"তিনি তোমাদের (বুঝিবার) জন্য তোমাদেরই মধ্যেকার একটী দৃষ্টান্তের বর্ণনা করিতেছেন যে, যাহাদের (অর্থাৎ যে-গোলামগণের) তোমরা মালিক ইহাদের মধ্য হইতে তাহাতে (অর্থাৎ সেই রুজীতে) যাহা আমি তোমাদিগকে দিয়া রাখিয়াছি কেহ(ই) তোমাদের শরিক আছে কি যে তোমরা (এবং সেই ব্যক্তি) তাহাতে (অর্থাৎ সেই রুজীতে) সমান সমানের হক রাখ (আর) তোমরা (কি) তাহাদের (তদ্রূপ) পরোয়া করিয়া থাক যদ্রূপ তোমরা নিজেদের পরোয়া করিয়া থাকে?"

মর্ম্ম এই যে, যখন তোমরা নিজেদের গোলাম (ক্রীতদাস)দিগকে নিজেদের তুল্য মূল্য রূপে গ্রহণ কর না, অথচ তাহারা তোমাদের ক্রীতদাস, তত্রাচও তোমরা নিজেদের মত না-ত তাহাদের খোরাক-পোষাক দাও, আর না-ত তাহাদের লালন পালন কর। ফলকথা, কোন রকমেই তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসকে নিজেদের সম্পদ-পর্য্যায়ভুক্ত করিতে চাও না। এক্ষণ বিচার্য্য এই টুকু যে, তোমাদের কাছে তোমাদের ক্রীতদাসের যখন এই পদমর্য্যাদা, তখন আল্লাহ্ তাঁহার সৃজিতকে তাঁহার শরিক পছন্দ করিবেন কেন? সেই শরিকগণ ত আল্লার মোকাবেলায় ক্রীতদাস হইতেও অধম।

فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○ وَاللَّهُ أَنزَلَ

ফী-হে, অহোদাঙ্‌ অরাহ্‌মাতাল্‌ লেকাওমেই ইয়ো'-মেনূন। অল্লা-হো আন্‌যালা

যাহাতে, তাহা ছাড়া (এই কোরআন) হেদায়েত ও রহমত (স্বরূপ) ঈমানদারদিগের জন্য। আর আল্লাহ্‌ই বর্ষাইয়াছেন

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ

মেনাছ্‌ছামা—এ মা—আন্‌ ফাআহ্‌য়্যা- বেহেল্‌-আর্‌দা বা'-দা মাওতেহা-, ইন্‌না

আছমান হইতে পানি তারপর জীবিত করিয়াছেন তাহার (অর্থাৎ সেই পানির) দ্বারায় জমীনকে তাহার মৃত্যুর (অর্থাৎ বিশুষ্কতার) পরে, (১৩) নিঃসন্দেহ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○ وَإِنَّ لَكُمْ

ফী জা-লেকা লাআ-য়্যাতাল্‌ লেকাওমেই য়্যাছ্‌মাউন। ৫ অইন্‌না লাকুম্‌

৫ / ৮ / ১৪ রুকু

এ-সকল ব্যাপারের মধ্যে (আল্লার কোদরতের এক মহা) নিদর্শন রহিয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা (কথাকে) শুনে (ও বুঝে)। আর (হে লোক সকল !) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য

فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ

ফেল্‌-আন্‌আ-মে লাএব্‌রাতান, নোছ্‌কীকুম্‌ মেম্মা- ফী বোতুনেহী মেম্বায়নে ফার্‌ছেঙ্‌

চতুষ্পদ জন্তুতেও চিন্তা করিবার বিষয় রহিয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি উহাদের পেটে যাহা রহিয়াছে তাহা হইতে (অর্থাৎ) গোবর

وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ○ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ

অদামেল্‌-লাবানান্‌ খা-লেছান্‌ ছা—এগাল্‌লেশ্‌শা-রেবীন। অমেন্‌ ছামারা-তেন্‌নাখীলে

ও রক্তের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ দুধ যাহাতে পানকারীগণ সহজে (ঢোক ঢোক) পান করিয়া থাকে। আর (অনুরূপই) খেজুর

وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

অল্‌-আ'-না-বে তাত্তাখেজূনা মেন্‌হো ছাকারাঙ্‌ অরেয্‌কান্‌ হাছানান, ইন্‌না ফী জা-লেকা

ও আঙ্গুর ফল হইতে (আমি তোমাদিগকে উহাদের শিরা পান করাইয়া থাকি) যে তোমরা উহা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া থাক (১৪) আর (এমনিও ঐগুলিকে) উত্তম রুজী (মনে করিয়া অন্যান্য প্রকারে কাজে লাগাইয়া থাক), নিঃসন্দেহ ইহার মধ্যে

(১৩) ভূমিতে শস্যের লিক্‌লিকতা আর তদ্ধেতু শস্যক্ষেত্রে কৃষকের যাতায়াত, ইহাকেই আল্লাহ্‌ "মৃত্তিকার জীবন" বলিয়াছেন।

(১৪) শরাব্‌ পান করা হারাম। কিন্তু তত্রাচও উহার মধ্যে আল্লার এই কোদরত বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যে-আঙ্গুর হইতে শরাবের সৃষ্টি, সেই আঙ্গুর হালাল এবং পাক। আঙ্গুর ভক্ষণে কোনরূপ দুষ্ক্রিয়াও প্রকাশ পায় না। কিন্তু উহা পচিয়া গেলে, আল্লার কোদরতে উহাতে এমন এক ভাব-বিপর্য্যয় আসিয়া পড়ে—যৎফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পায়।

لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

লাআ-য়্যাতাল্ লেকাওমেই য়্যা'-কেলুন। অআওহা- রাব্বোকা এলানাহ্‌লে

(আল্লার কোদ্‌রতের এক মহা) নিদর্শন রহিয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা জ্ঞানী। আর (হে নবি!) তোমার পালনকারী (এই কথা) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন মৌমাছির অন্তঃকরণে

أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

আনেত্তাখেজী মেনাল্ জেবা-লে বোয়ূতাও, অমেনাশ্‌শাজারে অমেম্মা- য়্যা'-রেশূনা :—

যে (হে মৌমাছি! তুমি) চাক বাঁধিবে পাহাড়গুলিতে আর গাছগুলিতে আর লোকেরা যে উঁচু উঁচু মাঠ-কোঠা তৈয়ারী করে তাহাতে ;—

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا

ছোম্মা কোলী মেন্ কুল্লেছ্‌ছামারা-তে ফাছ্‌লোকী ছোবোলা রাব্বেকে জোলোলান্

তারপর চুষিবে প্রত্যেক প্রকার ফুল হইতে (তাহাদের নির্য্যাস) তারপর (প্রফুল্লচিত্তে) নিজের পালনকারীর (দত্ত শিক্ষা অনুযায়ী) সহজ উপায়ে চলিয়া যাইবে, (১৫)

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ

য়্যাখ্‌রোজো মেম্বোতূনেহা- শারা-বোম্ মোখ্‌তালেফোন্ আল্‌ওয়া-নোহূ ফী-হে

বাহির হইয়া থাকে মৌ-মাছির পেট হইতে পান করিবার এক জিনিষ (অর্থাৎ মধু) বিভিন্ন প্রকার তাহার রং উহাতে

(১৫) মৌ-মাছির অবস্থা অতি আশ্চর্য্যজনক। ইহাদের চাকের ছিদ্রগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং তৎফলে সামান্য হইতে সামান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণ মধু সংরক্ষিত হয়। মধু-চক্রে একটী রাজত্বের মত বন্দোবস্ত থাকে বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যেকার একটী মাছি থাকে সরদার, আর সমস্ত মাছিই উহার তাবেদার। মৌ-মাছির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান। ইহাদের কতকগুলির কাজ হইতেছে মধু সঞ্চয় করা আর কতকগুলির কাজ হইতেছে চাকের পাহারা দেওয়া। পশ্চিম অঞ্চলের পাহাড়ী লোকদের মধ্যে প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে, তাহারা কন্যার বিবাহে মধু-চক্র যৌতুক (দেহাজ) দিয়া থাকে।

মৌ-মাছি ফুলের মওছুমে মধু আহরণ করে এবং অসময়ের জন্য উহা চাকে মওজুদ করিয়া রাখে। ইহারা যখন চাক ছাড়িয়া অন্যত্র গমনের ইচ্ছা করে, তখন চাকস্থিত সমুদয় মধু চাটিয়া মুছিয়া ভক্ষণ করিবার পর তথা হইতে চলিয়া যায়। ফলকথা, মৌ-মাছির মধ্যে আল্লার কোদ্‌রতের বহু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার রহিয়াছে। যে-প্রণালীতে মৌ-মাছি মধু আহরণ করে এবং উহা সঞ্চয় করিয়া রাখে, তৎসম্বন্ধেই আল্লাহ্ ফর্ম্মিয়াছেন যে, এই প্রণালীর শিক্ষা আল্লাহ্-ই উহাদিগকে দিয়াছেন।

شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

শেফা—ওল্‌লেন্‌না-ছে, ইন্‌না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যাতাল্‌ লেকাওমেই য়্যাতাফাক্কারূন।
রোগ মুক্তি রহিয়াছে লোকদিগের জন্য, নিঃসন্দেহ ইহাতে(ও আল্লার কোদ্‌রতের এক মহা)
নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীলদিগের জন্য।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى

অল্‌লা-হো খালাক্বাকুম্‌ ছোম্মা য়্যাতাঅফ্‌ফা-কুম্‌, অমেন্‌কুম্‌ মাই-ইয়্যোরোদ্দো এলা—
আর (হে লোক সকল!) আল্লাহ্‌-ই তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন পুনশ্চ তিনিই তোমাদের
জীবন হরণ করেন, আর তোমাদের মধ্যেকার কেহ কেহ এরূপ আছে যে-ব্যক্তি ঘুরানো যায়

اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ

আর্‌জালেল্‌ ওমোরে লেকায়্‌লা- য়্যা'লামা বা'-দা এলমেন্‌ শায়্‌আ-, ইন্‌নাল্‌লা-হা
বয়স(-এর) কদর্য্য(অবস্থা)-এর দিকে যাহাতে জানা সত্ত্বেও সে কিছুই জানিতে পারে না,
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌-ই

عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ

ع
৯/১৫
রুকু

আলীমোন্‌ ক্বাদীর। ع অল্‌লা-হো ফাদ্দালা বা'-দাকুম্‌ আলা- বা'-দেন্‌ ফের্‌রেয্‌কে,
জ্ঞাতা (ও) মহিমাময়। (১৬) আর আল্লাহ্‌-ই তোমাদের মধ্যেকার কাহারও কাহারও উপর রুজীতে
মর্য্যাদাবিশিষ্ট (অর্থাৎ অধিক রুজী দান) করিয়াছেন,

فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

ফামাল্‌লাজীনা ফোদ্দেলূ বেরা—দ্‌দী রেয্‌কেহিম্‌ আলা- মা- মালাকাৎ আয়্‌মা-নোহুম্‌
অতএব যাহাদিগকে অধিক (রুজী) দেওয়া হইয়াছে (তাহারা) নিজেদের রুজী লুটাইয়া তাহাদের
অধীনস্থগণ (অর্থাৎ তাহাদের চাকরগণ, তাহাদের গোলামগণ)কে দিয়া দেয় না যে

(১৬) কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়া মানুষের সৃষ্টি-আরম্ভের এই প্রকার বর্ণনা রহিয়াছে :—

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

ইহার খোলাসা হইতেছে এই যে, মানুষ যখন ভূমিষ্ট হয়, তখন তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। এস্থলে মানুষের শেষ-অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে। উহা এইরূপ যে, মানুষ যখন বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন সে সত্তরে-বাহাত্তুরে সাজিয়া ছোট ছেলেদের মত কথা বলিতে থাকে।

فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ

ফাহুম্ ফী-হে ছওয়া—উন, আফাবেনে'-মাতেললা-হে য়্যাজ্‌হাদূন। অল্‌লা-হো জাআলা

রুজীতে ইহাদের (উভয়ের) হিস্যা সমান দাঁড়ায়, তবে কি ইহারা আল্লার নেয়ামতের মোন্‌কের ? (১৭)
আর আল্লাহ্ সৃজন করিয়াছেন

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

লাকুম্ মেন্ আন্‌ফোছেকুম্ আয্‌ওয়া-জাঙ্ অজাআলা লাকুম্ মেন্ আয্‌ওয়া-জেকুম্

তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে (তোমাদের) বিবিগুলিকে আর (অনুরূপই) সৃজন করিয়াছে
(তিনি) তোমাদের জন্য তোমাদের বিবিগণ হইতে

بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ

বানীনা অহাফাদাতাঙ্ অরাযাকাকুম্ মেনাত্তায়্যেবা-তে, আফা বেল্-বা-তেলে

তোমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে আর তোমাদিগকে খাইতে দিয়াছেন উত্তম (উত্তম) জিনিষ তবে কি
(ইহারা) মিথ্যা (মা'বুদগণের নেয়ামতের কর্ত্তা হওয়া)র

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ

ইয়ো'-মেনূনা অবেনে'-মাতেল্লা-হে হুম্ য়্যাক্‌ফোরূনা ;— অয়্যা'-বোদূনা

বিশ্বাস করিতেছে আর আল্লার নেয়ামত সমূহের না-শোক্‌রী করিতেছে (অথচ প্রকৃত পক্ষে নেয়ামত
দাতা তিনিই)—আর ইহারা পূজা-পাঠ করিতেছে

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

মেন্ দূনেল্‌লা-হে মা- লা- য়্যাম্‌লেকো লাহুম্ রেয্‌কাম্ মেনাছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দে

আল্লার ছাড়া (তাহার অর্থাৎ সেই ঝুটা মা,বুদের) যে কিনা আছমান ও জমীন হইতে ইহাদের
(অর্থাৎ তাহার ভক্তগণের) রুজী দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না

(১৭) এ-স্থলে ইহাই মর্ম্ম বলিয়া মনে হইতেছে যে, দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবস্থার বিভিন্নতার উপর নিবদ্ধ। যদি সকল মানুষই সকল বিষয়ে সমান হইত, তবে কেন কেহ শাসক আর কেন কেহ শাসিত, কেন কেহ নির্ধন আর কেন কেহ ধনবান, কেন কেহ বহু সন্তানের পিতা আর কেন কেহ কেন কেহ বাড়ীওয়ালা, আর কেন কেহ ভাড়াটে-প্রজা? পরন্তু যদ্রূপ এই অবস্থার বিভিন্নতা আল্লারই করার ফলে, অনুরূপই এই বিভিন্নতাকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত রাখা আল্লারই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। চোর, ডাকাইত, পকেটমার ইত্যাদি আল্লার এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে চায়—যৎফলে লোকের শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অপিচ দুনিয়ায় শান্তি ইহাতেই সম্ভব যে, অবস্থার বিভিন্নতা মানব-সাধ্যায়ত্ত নহে। বাকী থাকিতেছে—"গরজ", গরজ একটী নেয়ামত—আল্লাহ্ দত্ত নেয়ামত; কারণ মানুষ অবস্থার বিভিন্নতা না-ত নিজের ক্ষমতায় সৃষ্টি করিয়াছে আর না-ত নিজের ক্ষমতায় ইহাকে স্থায়ী রাখিতে সক্ষম। অতএব ইহা হইতেই পারে না যে, আল্লার নেয়ামতের একরারবদ্ধ করা হইবে, আর সেই নেয়ামতের দাতাকে এন্‌কারও করা হইবে।

شَيْـًٔـا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۚ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

শায়্‌আঙ অলা- য়্যাছ্‌তাতীউন। ফালা- তাদ্‌রেবূ লেল্লা-হেল্ আম্‌ছা-লা, ইন্‌নাল্লা-হা

কিছুই আর তাহারা ক্ষমতা সম্পন্নও নহে। অতএব তোমরা (দুনিয়ার বাদশাহ্‌গণের মত ভাবিয়া) আল্লার জন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিও না, নিশ্চয়ই (যথাযথ দৃষ্টান্তের দান) আল্লাহ্-ই

يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا

য়্যা'-লামো অআন্তুম্ লা- তা'-লামূন। দারাবাল্লা-হো মাছালান্ আব্দাম্ মামলূকাল্

জানেন আর তোমাদের জানা নাই। (১৮) আল্লাহ্ একটী দৃষ্টান্তের বর্ণনা করিতেছেন যে এক ব্যক্তি অন্যের অধীনস্থ গোলাম

لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

লা- য়্যাক্‌দেরো আলা- শায়্‌এঙ্ অমার্‌রাযাক্‌না-হো মেন্‌না- রেয্‌কান্ হাছানান্

সে কোন বিষয়ের ক্ষমতা রাখে না আর (অন্য) এক ব্যক্তি (যে নিজে স্বাধীন ক্ষমতাশালী) যাহাকে আমি আমার সরকার হইতে উত্তম রুজী দিয়াছি

فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ

ফাহোওয়া ইয়োন্‌ফেকো মেন্‌হো ছের্‌রাঙ্ অজাহ্‌রান্, হাল্ য়্যাছ্‌তাভূনা, আল্‌-হাম্‌দো

ফলে সে (কিছু) গোপনে আর (কিছু) প্রকাশ্যভাবে (তাহার) ধন-ভাণ্ডার হইতে (যদ্রূপ ইচ্ছা) ব্যয় করে, (এরূপ দুই ব্যক্তি) সমান হইতে পারে কি? (এই মেছাল শুনিয়া মোশরেকগণ নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিবে যে, সমান হইতে পারে না, অতএব হে নবি! তুমি ইহাদিগকে বল) আল্‌-হাম্‌দো

(১৮) তৎকালের মোশরেকগণ শের্কের এইরূপ মর্ম্ম-বিশ্লেষণ করিত এবং এ-কালের মোশ্‌রেকগণও মর্ম্ম-বিশ্লেষণ করে যে যদ্রূপ বাদশাহগণের নিকট স্বাধীন উজির ও কর্ম্মকর্ত্তা থাকে, তদ্রূপ আল্লার সরকারে তাহাদের অন্যান্য মা'বুদ রহিয়াছে। আল্লাহ উহাদের এই খেয়ালকে বাতেল সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের দৃষ্টান্ত দেওয়ার ধরণই নাই—তোমাদের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ নিরর্থক। আল্লাহ্ একটু আগে নিজেই দুইটী অকাট্য দৃষ্টান্তের বর্ণনা করিয়াছেন। আর—

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

"ইন্‌নাল্লা-হা য়্যা'-লামো অ-আন্তুম্ লা- তা'-লামূনা"র এ-অর্থও হইতে পারে যে, "আল্লাহ লোকদিগের অবস্থা বিষয়ে জ্ঞাত আর হে আদম-সন্তান! তোমরা জ্ঞাত নহ।" এই অজ্ঞতারই জন্য তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি বাদ্‌শাহ, তাহার পক্ষে অন্যের সাহায্য লওয়ার আবশ্যক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে হাজতমন্দদিগেরও আবশ্যক হইয়া থাকে যে, কেহ তাহাদের ছোফারেশী করে এবং বাদ্‌শাহ পর্য্যন্ত তাহাদের খবর পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং জ্ঞাতা ও দৃষ্টিধারী, তিনি বিনা অছিলায় তোমাদের কথা শুনিতে পান এবং তোমাদের অবস্থা জানিতে পারেন।

لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

লেল্লা-হে, বাল্ আক্‌ছারো হুম্ লা- য়্যা'-লামুন। অদারাবাল্লা-হো মাছালার্-

লিল্লা-হ (তোমাদের এতটা ত জ্ঞান আছে), কিন্তু (ইহাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে) ইহাদের অনেকেই (এতটুকুও) বুঝে না। (১৯) আর আল্লাহ (অন্য এক) মেছাল দিতেছেন (যে)

رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ

রাজোলায়্নে আহাদো হোমা— আব্‌কামো লা- য়্যাক্‌দেরো আলা- শায়্‌এঙ্ অহোওয়া

দুই ব্যক্তি উহাদের একজন গোগা (আর গোগা হওয়া ছাড়াও অন্যের এমত গোলাম যে) সে (তাহার প্রভুর কোনও) কিছুরই উপর আদৌ ক্ষমতা রাখে না আর সে

كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ

কাল্লোন্ আলা- মাওলা-হো, আয়্‌নামা- ইয়োঅজ্জেহ্‌হো লা- য়্যা'-তে বেখায়্‌র্, হাল্

তাহার মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ, (তাহার মালিক তাহাকে) যেদিকে পাঠাক তাহার দ্বারা কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না, পারে কি

يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ

য়্যাছ্‌তাভী হোওয়া, অমাইঁ য়্যা'-মোরো বেল্-আদ্‌লে, অহোওয়া আলা- ছেরা-তেম্

সমান হইতে এ-ভাবের গোলাম—আর সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি (লোকদিগকে) নির্দ্দেশ করে ন্যায়ের সীমার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে, আর সে (নিজেও ন্যায়ের) সোজা

مُّسْتَقِيْمٍ ۧ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ

মোছ্‌তাকীম্। ع অলেল্লা-হে গায়্‌বোছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দে, অমা—

পথের উপর (প্রতিষ্ঠিত) রহিয়াছে। (২০) আর আল্লারই (জানা) রহিয়াছে আছমান ও জমীনের গোপনীয় বিষয়গুলি, আর

ع ১০ ১৬ রুকু

(১৯) অত্র দৃষ্টান্তে আল্লাহ্ বোৎসমূহ এবং সেই মিথ্যা মা'বুদগুলিকে গোলাম—বে-এখ্‌তিয়ার স্থির করিয়াছেন, যাহারা নিজেদের ক্ষমতায় কিছুই করিতে সক্ষম নহে। আর আল্লাহ্ নিজের দৃষ্টান্ত সেই সক্ষম ব্যক্তিরই অনুরূপ দিয়াছেন—যে-ব্যক্তি তাহার ধন হইতে যে-ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করিয়া থাকে এবং কাহারও আজ্ঞাধীন নয়।

(২০) এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তও প্রথমেরই ন্যায় বোৎগণের দৃষ্টান্ত। উহারা যথা—গোলাম, ক্ষমতা বিহীন। গোলাম হওয়া ছাড়াও গোগা ও দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট—যদ্রূপ জন্ম-হাবা। প্রভু কোনও কাজে পাঠায় অথচ সেকাজ তাহার দ্বারা ঠিকভাবে হয়ই না। পক্ষান্তরে রহিয়াছেন আল্লাহ, দৃষ্টান্তে তাঁহাকে এরূপ একজন লোকের মত গণ্য করা হইয়াছে যে-ব্যক্তি সোজা পথে রহিয়াছে। আর হেদায়েতের পথ দেখাইবার জন্য খুবই বিচক্ষণতা, খুবই বুদ্ধির আবশ্যক।

أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّٰهَ

আম্‌রোছ্‌ছা-আতে ইল্‌লা- কালাম্‌হেল্‌ বাছারে আও্‌ হোওয়া আক্‌রাবো, ইন্‌নাল্‌লা-হা

কেয়ামত সংঘটিত হওয়া ত (কেবল এইরূপই) যেরূপ চোখের পলক পড়া অথবা (ইহা অপেক্ষাও) উহা কম সময়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

আলা- কুল্লে শায়্‌এন্‌ কাদীর। অল্‌লা-হো আখ্‌রাজ্জাকুম্‌ মেন্‌ বোতুনে ওম্মাহা-তেকুম্‌

সকল জিনিষের উপর ক্ষমতাবান। আর (হে লোক সকল !) আল্লাহ্‌-ই তোমাদিগকে বাহির করিয়াছেন তোমাদের মায়ের উদর হইতে

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

লা- তা'লামূনা শায়্‌আঙ্‌, অজ্জাআলা লাকোমোছ্‌ছাম্‌আ অল্‌-আব্‌ছা-রা অল্‌-আফ্‌এদাতা,

(যাহা) তোমরা কিছুই জানিতে না, আর (আল্লাহ্‌-ই দান) করিয়াছেন তোমাদের কর্ণ এবং চক্ষু ও অন্তঃকরণ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ

লাআল্‌লাকুম্‌ তাশ্‌কোরূন। আলাম্‌ য়্যারাও্‌ এলাৎতায়্‌রে মোছাখ্‌খারা-তেন্‌

যাহাতে তোমরা (তাঁহার) শোকর কর। (২১) লোক সকল কি পাখীগুলির (অবস্থার) দিকে দৃষ্টিপাত করে না যাহারা ঘিরিয়া রহে

فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ

ফী জ্জাওভেছ্‌ছামা—এ, মা- ইয়োম্‌ছেকো হোন্না ইল্‌লাল্‌লা-হো, ইন্‌না ফী জা-লেকা

আছমানের (অর্থাৎ শূন্যের) ময়দানে (সে-ময়দান হইতে উহারা বাহির হইতে পারে না), (উহাদের উড়িয়া বেড়ানো কালে) কেবল মাত্র আল্লাহ্‌-ই উহাদিগকে সামলাইয়া থাকেন, নিঃসন্দেহ ইহার মধ্যে

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ

লাআ-য়্যাতেল্‌ লেকাওমেই ইয়ো্য'-মেনূন। অল্‌লা-হো জ্জাআলা লাকুম্‌

(আল্লার কোদ্‌রতের বহু কিছু) নিদর্শনাবলী (বিদ্যমান) রহিয়াছে সেই লোকদিগের জন্য যাহারা ঈমানদার। আর আল্লাহ্‌-ই করিয়াছেন তোমাদের জন্য

(২১) মর্ম্ম এই যে, ভূমিষ্ঠকালে যখন তোমরা অজ্ঞান ছিলে, তখন বুঝা গেল, তোমরা নিজেদের ইচ্ছায় জন্মলাভ কর নাই।

مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا

মেম্ বোয়ুাতেকুম্ ছাকানাওঁ অজ্জাআলা লাকুম্ মেন্ জোলুদেল্ আন্‌আ-মে বোয়্যুতান্

তোমাদের গৃহগুলিকে স্থিতিস্থল আর (তিনিই) বানাইয়াছেন চতুষ্পদ জানোয়ারের চামড়া হইতে তোমাদের জন্য (এক বিশেষ রকমের) ঘর

تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا

তাছ্‌তাখেফ্‌ফূনাহা- য়্যাও্‌মা জা'-নেকুম্ অয়্যাও্‌মা একা-মাতেকুম্, অমেন্ আছ্‌ওয়া-ফেহা-

(অর্থাৎ তাঁবু ইত্যাদি) তোমরা তোমাদের ছফরকালে ও তোমাদের অবস্থানকালে সেই ঘর (বা তাঁবু)কে হালকা (অর্থাৎ ঝঞ্ঝাটশূন্য) পাইয়া থাক, আর (আল্লাহ্-ই) চতুষ্পদ জানোয়ারের উন

وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝ وَاللّٰهُ

অআও্‌বা-রেহা- অআশ্‌আ-রেহা-- আছা-ছাওঁ অমাতা-আন্ এলা-হীন। অল্লা-হো

ও তাহার রোঁয়া ও তাহার পশম দ্বারা (তোমাদের) অনেক কিছু আছবাব-পত্র ও কাজের জিনিষ তৈয়ারী করিয়াছেন (যাহাতে তোমরা সেগুলির দ্বারা) উপকার লাভ কর এক বিশেষ সময় পর্য্যন্ত। আর আল্লাহ্-ই

جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ

জ্বাআলা লাকুম্ মেম্‌মা- খালাকা জেলা-লাওঁ অজ্জাআলা লাকুম্ মেনাল্ জেবা-লে

তাঁহার সৃষ্ট জিনিষ দ্বারা তোমাদের জন্য ছায়া করিয়া দিয়াছেন আর (তিনিই) করিয়াছেন তোমাদের জন্য পাহাড়গুলি(র গহ্বর যুদ্ধের মহিমে)

اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ

আক্‌না-নাওঁ অজ্জাআলা লাকুম্ ছারা-বীলা তাকীকোমোল্ হার্‌রা অছারা-বীলা তাকীকুম্

লুকাইয়া থাকার স্থান আর (আল্লাহ্-ই) করিয়াছেন তোমাদের জন্য (কাপড়ের) জামা যাহা তোমাদিগকে গ্রীষ্ম (ও ঠাণ্ডা) হইতে রক্ষা করে আর (লৌহ নির্ম্মিত) জামা (অর্থাৎ জেরা) যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করে

بَاْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝

বা'-ছাকুম্, কাজা-লেকা ইয়োতেম্মো নে'-মাতাহু আলায়কুম্ লাআল্লাকুম্ তোছ্‌লেমূন।

তোমাদের (পরস্পরের) লড়াই হইতে, এইরূপেই (আল্লাহ) তাঁহার নেয়ামতগুলি তোমাদের প্রতি পূরা করেন যাহাতে তোমরা (তাঁহার সম্মুখে) হেটমুণ্ড হও

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ يَعْرِفُوْنَ

ফাইন্ তাঅল্লাও্ ফাইন্নামা- আলায়কাল্ বালা-ঘোল্ মোবীন। য়্যা'-রেফুনা

(এতদসত্ত্বেও) পুনশ্চ যদি মুখ মুড়িয়া লয় তাহা হইলে (হে নবি!) তোমার জেম্মায় (আল্লার নির্দ্দেশ) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়া দেওয়া মাত্র। (ইহারা) চিনে

৫
১১
৯৭
রুকু

نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَيَوْمَ

নে’-মাতাল্লা-হে ছোম্মা ইয়্যোন্‌কেরূনাহা- অআক্‌ছারো হোমোল্ কা-ফেরূন। ৫ অয়্যাওমা

আল্লার নেয়ামতগুলিকে তত্রাচও সেগুলির এন্‌কার করে আর ইহাদের অধিকাংশই না-শোক্‌রা।
আর (হে লোক সকল! তোমরা সেই কেয়ামত দিবসকে স্মরণ কর) যে-দিবস

نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ

নাব্‌আছো মেন্ কুল্লে ওম্মাতেন শাহীদান্ ছোম্মা লা- ইয়্যো’-জানো লেল্লাজীনা

আমি সাক্ষী(রূপে) দাঁড় করিব প্রত্যেক উম্মত হইতে (সেই উম্মতের পয়গাম্বরকে) তখন (বলিবার
বা কথা কহিবার) অনুমতি দেওয়া যাইবে না কাফের-

كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا

কাফারূ অলা-হুম্ ইয়্যোছ্‌তা’-তাবুন। অএজা- রাআল্লাজীনা জালামোল্ আজা-বা ফালা-

দিগকে (২২) আর না তাহাদিগের ওজর শুনা যাইবে। আর যাহারা (আল্লার হুজুরে) গোস্তাখী
করিয়াছে (কেয়ামত-দিবসে) যখন (তাহারা) আজাবকে দেখিয়া লইবে তখন না-ত

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

ইয়্যোখাফ্‌ফাফো আন্‌হুম্ অলা-হুম্ ইয়্যোন্‌জারূন্। অএজা রাআল্লাজীনা আশ্‌রাকূ

তাহাদের হইতে (আজাবই) সহজ করা হইবে আর না তাহাদিগকে ফোরসৎই দেওয়া যাইবে।
আর যাহারা (দুনিয়াতে আল্লার) শরিক বানাইতেছে (কেয়ামত-দিবসে) তাহারা যখন দেখিবে

شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا

শোরাকা—আহুম্ কা-লূ রাব্বানা- হা—উলা—এ শোরাকা—ওনাল্লাজীনা কোন্‌না

তাহাদের (সেই) শরিকদিগকে (তখন তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই) বলিয়া উঠিবে যে হে আমাদের
পালনকারী ইহারাই আমাদের (সেই) শরিকগণ যাহাদিগকে আমরা

الثلث

نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

নাদ্‌উ মেন্ দূনেকা, ফাআল্‌কাও এলায়হেমোল্ কাওলা ইন্‌নাকুম্ লাকা-জেবুন।

আপনার ছাড়া (দুনিয়াতে আমাদের হাজত-রওয়াঈর জন্য) ডাকিতাম, তখন সেই শরিকগণ
(ইহাদের) কথা (উল্টা) ইহাদেরই দিকে ছুড়িয়া মারিবে যে তোমরা ঘোর মিথ্যাবাদী

(২২) দোষী ব্যক্তির প্রতি ইহাও একপ্রকারের শাস্তি যে, তাহার পক্ষের উত্তর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা না হয়। দুনিয়ার বিচারক এরূপ করিলে তাহা অবিচার; কিন্তু আল্লার পক্ষে দোষী ব্যক্তিই উত্তর গ্রহণের ত আবশ্যকতাই নাই, যিনি ত না-বলা সত্ত্বেও সমস্তই অবগত আছেন।

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

অআল্‌কাও এলাল্‌লা-হে য়্যাও মাএজেনেছছালামা অদাল্‌লা আন্‌হুম্ মা- কা-নূ য়্যাফ্‌তারূন

আর ইহারা সে-দিবস আল্লার সম্মুখে সন্ধির প্রস্তাব করিবে আর (ইহারা দুনিয়ায়) যাহা যাহা মিথ্যা দোষ চাপাইত (সে সমুদয়) ইহাদের হইতে লোপ হইয়া যাইবে

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

আল্‌লাজীনা কাফারূ অছাদ্দূ আন্ ছাবীলেল্‌লা-হে যেদ্‌নাহুম্ আজা-বান্ ফাও্কাল্

যাহারা কোফরী করিয়াছে আর (লোকদিগকে) আল্লার পথ হইতে বাধা দান করিয়াছে আমি (আল্লাহ্) বৃদ্ধি করিয়া দিব তাহাদের প্রতি আজাবের উপর

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ

আজা-বে বেমা- কা-নূ ইয়্যোফ্‌ছেদূন। অয়্যাও্মা নাব্‌আছো ফী কুল্লে ওম্মাতেন্

আজাব তাহাদের কলহসৃষ্টির কারণে। আর (হে লোক সকল ! সেই দিবসকে স্মরণ কর) যে-দিবস আমি দাঁড় করিব প্রত্যেক ওম্মতের মধ্যে

شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى

শাহীদান্ আলায়্‌হিম্ মেন্ আন্‌ফোছেহিম অজে'-না- বেকা শাহীদান্ আলা

তাহাদের প্রতি একজন সাক্ষী (অর্থাৎ পয়গাম্বর)কে তাহাদেরই মধ্যেকার আর (হে নবি !) আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব (তোমার সময়ের) ইহাদের

هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

হা—উলা—এ, অনায্‌যাল্‌না- আলায়্‌কাল্ কেতা-বা তেব্‌য়্যা-নাল্ লেকুল্লে শায়্‌এঙ্

অর্থাৎ এক কাফেরগণের) বিরুদ্ধে (২৩) আর (হে নবি !) আমি তোমার প্রতি (এই) কেতাব নাজেল করিয়াছি (যাহাতে রহিয়াছে) প্রত্যেক বস্তুর (দুরপ্রসারী বর্ণনা

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

অহোদাঙ্ অরাহ্‌মাতাঙ্ অবোশ্‌রা- লেল্‌-মোছ্‌লেমীন্। ৫ ইন্নাল্‌লা-হা য়্যা'-মোরো

আর (যাহাতে রহিয়াছে) হেদায়েত ও রহমত এবং সুসংবাদ মুছলমানদিগের জন্য। আল্লাহ্ নির্দ্দেশ করিতেছেন

৫
১২
১৮
রুকু

---

(২৩) এ-প্রকারের উল্লেখ কোরআনের মধ্যে অন্যস্থানেও রহিয়াছে। এ-স্থলের মর্ম্ম হইতেছে এই যে, কেয়ামত-দিবসে যখন হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে, তখন প্রত্যেক ওম্মতের লোককে তাহাদের পয়গাম্বরের সহিত হাজির করা যাইবে, আর পয়গাম্বর নিজ নিজ ওম্মত সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবেন যে, আমরা আল্লার নির্দ্দেশ ইহাদিগকে শুনাইয়া বুঝাইয়া দিয়া ছিলাম।

بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

বেল্‌-আদ্‌লে অল্‌-এহ্‌ছা--নে অঈতা—এজেল্‌ কোর্‌বা অয়্যোন্‌হা- আনেল্‌ ফাহ্‌শা—এ

ন্যায়-বিচারের ও (লোকদিগের প্রতি) উপকার করণের এবং পড়শীদিগকে (আর্থিক) সাহায্য দানের আর তিনি নিষেধ করিতেছেন নির্লজ্জতা(র কাজ)

وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَوْفُوا

অল্‌-মোন্‌কারে অল্‌-বাগ্‌ইয়ে, য়্যাএজোকুম্‌ লাআল্‌লাকুম্‌ তাজাক্কারুন। অআওফু

ও বিরুদ্ধ-কাজ এবং (একের অন্যের প্রতি) অত্যাচার হইতে, (আল্লাহ্‌ এ-সকল বিষয়ে) তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যাহাতে তোমরা খেয়াল রাখ। আর তোমরা পূরা কর

بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

বেআহ্‌দেল্‌লা-হে এজা- আ-হাত্তুম্‌ অলা- তান্‌কোদোল্‌ আয়্‌মা-না বা'-দা তাওকীদেহা-

আল্লার কছমকে যখন তোমরা (আপোষে) কওল ও কারার করিবে (২৪) আর তোমরা ভঙ্গ করিওনা কছমগুলিকে সেগুলির পাকা করিবার পরে

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

অক্বাদ্‌ জ্বাআল্‌তোমোল্‌লা-হা আলায়্‌কুম্‌ কাফালা-,ই ন্নাল্‌লা-হা য়্যা'-লামো

এ-অবস্থায় যে তোমরা স্থির করিয়া চুকিয়াছ আল্লাকে নিজেদের প্রতি জামীন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ (তাহা) বিশেষরূপ জানেন

مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ

মা- তাফ্‌আলূন। অলা- তাকূনূ কাল্‌লাতী নাক্বাদাৎ গ্বায্‌লাহা- মেম্‌ বা'-দে কুউঅতেন্‌

যাহা কিছু তোমরা করিতেছ। আর (কছম-ভঙ্গ বিষয়ে) তোমরা সেই স্ত্রীলোকের মত হইও না যে (স্ত্রীলোক চরখায়) নিজের সুতা কাটার পরে (সেই সুতা) খণ্ড খণ্ড করিয়া

أَنكَاثًا ۚ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ

আন্‌কা-ছান্‌, তাত্তাখেজূনা আয়্‌মা-নাকুম্‌ দাখালাম্‌ বায়্‌নাকুম্‌ আন্‌ তাকূনা ওম্মাতোন্‌

ছিড়িয়া ফেলিল, যাহাতে তোমরা লাগিয়া যাও নিজেদের কছমগুলিকে তোমাদের পরস্পরের কলহের কারণ দাঁড় করিতে শুধু এ-জন্য যে এক গোরোহ্‌

(২৪) লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে কওল ও কারার প্রায়ই কছ্‌মা-কছ্‌মী দ্বারা হইয়া থাকে। তজ্জন্যই আল্লা ফর্মিয়াছেন যে, কওল ও কারার যখন করিবে, তখন আল্লার কছমকে পূরা করিও। অর্থাৎ কওল ও কারার পূরা করিও।

هِيَ أَرْبٰى مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۚ

হেয়্যা আর্‌বা মেন্ ওম্মাতেন্, ইন্নামা- য়্যাব্‌লুকোমোল্লা-হো বেহী ;

অপেক্ষা ক্ষমতাবান দাঁড়ায়, আল্লাহ্ (যে কাহাকেও ক্ষমতাবান এবং কাহাকেও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছেন) ইহার (অর্থাৎ এই পার্থক্যের) দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন ইহা ছাড়া (আর কিছু) নয়,

---

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

অলাইয়্যোবায়্যিয়েনান্না লাকুম্ য়্যাও্মাল্ কেয়া-মাতে মা- কোন্তুম্ ফী-হে তাখ্‌তালেফুন্।

আর (আল্লাহ্) নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া দিবেন কেয়ামত-দিবসে (সেই বিষয়গুলির মূল বৃত্তান্তকে) তোমাদের জন্য যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে রহিয়াছ।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ

অলাও্ শা—আল্লা-হো লাজ্ঞাআলাকুম্ ওম্মাতাও্ ওয়া-হেদাতোও্ আলাকেই

আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের(সকল)কে একই ওম্মত করিয়া দিতেন কিন্তু

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا

ইয়্যোদেল্লো মাই-য়্যাশা—ও অয়্যাহ্‌দী মাই-য়্যাশা—ও, অলাতোছ্‌আলোন্না আম্মা-

তিনি যাহাকে ইচ্ছা গোম্‌রাহ্ করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন, আর (হে লোক সকল !) নিশ্চয়ই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে (তৎসম্বন্ধে) যাহা কিছু

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

কোন্তুম্ তা'-মালুন। অলা- তাত্তাখেজু—আয়্‌মা-নাকুম্ দাখালাম্ বায়্‌নাকুম্

তোমরা (দুনিয়ায়) করিতেছ। আর তোমরা তোমাদের কৃত কছমগুলিকে তোমাদের পরস্পরের কলহের কারণ দাঁড় করিও না

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوٓءَ بِمَا صَدَدْتُمْ

ফাতাযেল্লো কাদামোম্ বা'-দা ছোবুতেহা অতাজুকোছ্‌ছু—আ বেমা- ছাদাত্তুম্

যাহাতে উপড়াইয়া যায় (লোকদিগের) পা (এছলাম হইতে) উহার জমিয়া যাওয়ার পরে আর (যাহাতে অবশেষে) তোমাদিগকে আজাবের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয় তোমাদের কর্তৃক (লোকদিগকে) বাধাদানের ফলে

عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ

আন্ ছাবীলেল্লা-হে, অলাকুম্ আজা-বোন্ আজীম। অলা- তাশ্‌তারু বেআহ্‌দেল্লা-হে

আল্লার পথ হইতে, আর (যাহাতে) তোমাদের খুবই (কঠোর) শাস্তি হয়। আর তোমরা ক্রয়

ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

ছামানান্ ক্বালীলা-, ইন্‌নামা এন্দাল্‌লা-হে হোওয়া খায়্‌রোল্ লাকুম্ ইন্ কোন্তুম্

(দুনিয়ার) যৎকিঞ্চিৎ উপকার, (কওল কারার পূর্ণ করার পুরস্কার) যাহা আল্লার নিকটে রহিয়াছে তাহাই তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম এই শর্ত্তে যে

تَعْلَمُوْنَ ○ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط وَلَنَجْزِيَنَّ

তা'-লামূন্। মা-এন্দাকুম্ য়্যান্‌ফাদো অমা- এন্দাল্‌লা-হে বা-ক্ব্, অলানাজ্‌যেয়্যান্

তোমরা (এ-বিষয়টা) বুঝ। (২৫) যাহা (অর্থাৎ যে পার্থিব ধন-সম্পদ) তোমাদের কাছে রহিয়াছে (তৎসমুদয়ই একদিন না একদিন) নিঃশেষ হইয়া যায় আর যাহা (অর্থাৎ যে-পুরস্কার) আল্লার কাছে রহিয়াছে তাহা (চিরকাল) স্থায়ী থাকিবে, আর নিশ্চয়ই আমি পুরস্কার প্রদান করিব

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ مَنْ عَمِلَ

নাল্‌লাজীনা ছাবারূ—আজ্‌রাহুম্ বেআহ্‌ছানে মা- কা-নূ য়্যা'মালুন। মান্ আমেলা

(কেয়ামত-দিবসে তাহাদিগকে) যাহারা (দুনিয়ায়) ধৈর্য্যতা (পেশা) অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের পুরস্কার অতি উত্তম—তাহাদের কৃতকার্য্যাবলীর ফল স্বরূপে। যে ব্যক্তি করিবে

صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

ছা-লেহাম্ মেন্ জাকারেন্ আও্ ওন্‌ছা- অহোওয়া মো'মেনোন্ ফালানোহ্‌য়্যেয়্যান্‌নাহু

সৎকার্য্য পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক আর সেই ব্যক্তি মো'-মেনও হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন-যাপন করাইব (দুনিয়ায়ও) তাহাকে

(২৫) এছলামের পূর্ব্বে আরববাসীদিগের চরিত্র নিতান্তই কদর্য্য ছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের মধ্যে এক বিষম দোষ—চুক্তি ভঙ্গ করা। আজ কাহারও সাথে কোনও বিষয়ে চুক্তি করিল—একরারাবদ্ধ হইল, কাল তাহার সহিত সে-চুক্তি ভঙ্গ করিল—সে-একরার পদদলিত করিল। মুছলমান-দিগের অত্রস্থ আয়তগুলিতে অতি কড়াকড়ির সহিত চুক্তি বা একরার-ভঙ্গ রূপ কার্য্য হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। যাহারা একরার ভঙ্গ করে, তাহাদের তুলনা সেই আহমক নারীর সহিত দেওয়া হইয়াছে—যে-নারী মমতা সহকারে চরকায় সুতা কাটিল এবং তৎপর সেই সুতা ছিঁড়িয়া কুড়িয়া যা-তা করিয়া দিল। চুক্তি বা একরার ভঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা কু-ফল এই যে, ইহাতে লোক লোকের কাছে অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে, কেহই তাহার কথায় বিশ্বাস করে না। শুরু জামানার কোন মুছলমান যদি একরার ভঙ্গ করিত, তাহা হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী কু-ফল এই দাঁড়াইত যে যাহারা ঈমান আনিয়া মুছলমান হইয়া ছিল, তাহার ঐ কার্য্যের জন্য তাহাদেরও চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, আর অন্যান্য লোকেরা এছলাম গ্রহণেও ইতঃস্তত করিত। মুছলমানদিগের একরার ভঙ্গতা দৃষ্টে এছলামের সত্যতার প্রতি লোক এই সন্দেহে পড়িত যে, যাহাদের কথার ঠিক নাই, তাহাদের আবার মজহাব কি।

حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ

হায়্যা-তান্ তায়্যেবাতান্, অলানাজ্‌যেয়্যান্নাহুম্ আজ্‌রাহুম্ বেআহ্‌ছানে
উত্তম জীবন-যাপন, আর নিশ্চয়ই (পরকালেও) আমি তাহাদিগকে বিনিময় প্রদান করিব অতি উত্তম বিনিময়—(২৬)

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

মা- কা-নূ য়্যা'-মালূন। ফাএজা- ক্বারা-তাল্ কোর্‌আ-না ফাছ্‌তাএজ্ বেল্লা-হে
তাহাদের কৃতকার্য্যাবলীর ফল স্বরূপে। অপিচ (হে নবি!) তুমি যখন কোরআন পড়া শুরু করিবে তখন আল্লার আশ্রয়প্রার্থী হইও

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ

মেনাশ্‌শায়্‌তা-নের্‌রাজীম। ইন্নাহূ লায়্‌ছা লাহূ ছোল্‌তা-নোন্ আলাল্লাজীনা
শয়তান মরদূদ(-এর ফুসলানী) হইতে। শয়তানের তাহাদের উপর কিছুই ক্ষমতা নাই যাহার

اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ

আ-মানূ অআলা- রাব্বেহিম্ য়্যাতাঅক্‌কালূন। ইন্নামা- ছোল্‌তা-নোহূ আলাল্লাজীনা
ঈমানদার এবং নিজেদের পালনকারীর প্রতি নির্ভরশীল। শয়তানের ক্ষমতা ত সেই লোকদিগেরই উপর (চলে) যাহারা

يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۚ وَاِذَا بَدَّلْنَا

য়্যাতাঅল্লাওনাহূ অল্লাজীনা হুম্ বেহী মোশ্‌রেকূন। ع অএজা বাদ্দাল্‌না
তাহার সাথে বন্ধুতা রাখে আর যাহারা আল্লার শরিক নির্দ্ধারণ করে। আর (হে রছুল!) যখন আমি পরিবর্ত্তন করিয়া

ع ১৩ / ১৯ রুকু

اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ

আ-য়্যাতাম্ মাকা-না আয়্যাতাঙ, আল্লা-হো আ'-লামো বেমা ইয়োনায্‌যেলো
কোন আয়তকে তৎস্থলে অন্য আয়ত নাজেল করি, আর আল্লাহ্-ই বিশেষরূপ জানেন যাহা (অর্থাৎ যে-আহকাম) তিনি নাজেল করেন তাহা(র নিগূঢ়তত্ত্ব)কে

(২৬) অত্র আয়তের মর্ম্মের সহিত ফারছীর একটী কবিতার বিশেষরূপ থাপ থায়। কবিতাটীর অর্থ এই :—ইহলোকে কেহ ধনী অথবা নির্ধন হউক, উভয় অবস্থার কোনটীতে সেই ব্যক্তি শান্তি পাইতে পারে না। ধর্ম্মানুরক্তিই একটী বস্তু—যদ্দারা লোক প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক লোক ধন-সম্পদের অধিকারী হইলে পরম প্রভু খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর তাহার প্রতি কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সে ধৈর্য্যতা অবলম্বন করে।

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ

কা-লূ— ইন্‌নামা— আন্তা মোফ্‌তারেন্, বাল্ আক্‌ছারো হুম্ লা- য়্যা'লামূন। কোল্

(কাজেই, কাফেরগণ তোমাকে) বলে যে (হে মোহাম্মদ !) তুমি ত কেবল নিজের মন হইতেই তৈয়ারী কর, (ইহাদের এই সন্দেহ—ভ্রান্তিমূলক) বরং (কথা হইতেছে এই যে,) ইহাদের অধিকাংশই বুঝে না। (হে নবি ! তুমি ইহাদিগকে) বল

نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ

নায্‌যালাহু রূহোল্ কোদোছে মের্‌রাব্বেকা বেল্-হাক্‌কে লেইয়োছাব্বেতাল্‌লাজীনা

হক ত ইহাই যে ইহা(অর্থাৎ এই কোরআন)কে তোমাদের পালনকারীর দিক হইতে রূহোল-কোদছ (অর্থাৎ জেব্‌রায়ীল) লইয়া আসিয়াছে এজন্য যে আল্লাহ্ (ইহার দ্বারা) তাহাদিগকে (ঈমানের উপর) ঠিক রাখেন যাহারা

اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ

আ-মানূ অহোদাঙ্ অবোশ্‌রা লেল্ মোছলেমীন। অলাকাদ্ না'-লামো আন্‌নাহুম্

ঈমান আনিয়া চুকিয়াছে আর (ইহা আল্লার) আজ্ঞাবহ বান্দাগণের পক্ষে হেদায়েত ও সুসংবাদ। আর (হে নবি !) আমার নিশ্চয়ই জানা আছে যে কাফেরগণ

يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ

য়্যাকূলূনা ইন্‌নামা ইয়োআল্‌লেমোহু বাশারোন, লেছা-নোল্‌লাজী ইয়োল্‌হেদূনা

(কোরআন সম্বন্ধে) বলিয়া থাকে যে ইহাকে (অর্থাৎ মোহাম্মদকে অমুক) লোকে শিখাইয়া থাকে, ইহারা (শিক্ষাদানের) সম্বন্ধ করিয়া থাকে

اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ۝

এলায়হে আ'-জামীইয়্যোঙ্ অহা-জা লেছানোন্ আরাবীয়্যোম্ মোবীন।

যাহার দিকে তাহার বুলি ত আরবী (ভাষা) ছাড়া আর ইহা (অর্থাৎ কোরআন) ত সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় রহিয়াছে। (২৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ

ইন্‌নাল্‌লাজীনা লা- ইয়ো''মেনূনা বেআ-য়্যা-তেল্‌লা-হে, লা-য়্যাহ্‌দী হেমোল্‌লা-হো

যাহারা (কুটীলতা ও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া) আল্লার আয়তগুলির প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে সোজা পথ প্রদর্শন করেন না।

---

(২৭) মর্ম্ম এই যে, কোরআনের পদগুলি খুবই শুদ্ধ আরবী। অন্য দেশীয় লোক এরূপ উৎকৃষ্ট আরবী জানিতেই পারে না। এ-অবস্থায় তাহারা অন্যকে কি শিক্ষা দিবে ?

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

অলাহুম্ আজা-বোন্ আলীম। ইন্নামা- য়্যাফ্‌তারেল্ কাজেবাল্‌লাজীনা লা- ইয়ো'-মেনুনা

আর (পরকালে) তাহাদের জন্য (ধরা) রহিয়াছে ব্যাথাদায়ক শাস্তি। মনগড়া মিথ্যা তৈয়ারী করা ত তাহাদেরই কার্য্য যাহাদের বিশ্বাস নাই

بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ

বেআ-য়্যাতেল্লা-হে অউলা-—একা হোমোল্ কাজেবুন। মান্ কাফারা বেল্‌লা-হে

আল্লার আয়তগুলিতে, আর (মূলতঃ) ইহারাই মিথ্যুক। যে-ব্যক্তি কুফরী করিল আল্লার সহিত

مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

মেম্‌বা'-দে ঈমা-নেহী— ইল্লা- মান্ ওকরেহা অক্কাল্‌বোহূ মোৎমান্নোম্ বেল্-ঈমা-নে

তাহার ঈমান আনার পশ্চাতে (তাহারই প্রতি পাকড়াও) কিন্তু যে-ব্যক্তিকে কোফরীর প্রতি বাধ্য করানো হয় অথচ তাহার অন্তঃকরণ শান্তিতে থাকে ঈমানের সহিত (তাহার প্রতি পাকড়াও নাই)

وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۚ

অলা-কেন্ মান্ শারাহা বেল্-কোফ্‌রে ছাদ্‌রান্ ফাআলায়্‌হিম্ গাদাবোম্ মেনাল্‌লা-হে,

আর কিন্তু যাহার অন্তঃকরণ খুলিয়া গেল কুফরীতে তবে এরূপ লোকদিগের প্রতি আল্লার গজব,

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

অলাহুম্ আজা-বোন্ আজীম। জা-লেকা বেআন্নাহোমেছ্‌তাহাব্বোল্ হায়্যা-তাদ্দোন্‌য়্যা-

আর উহাদের জন্য (কঠিনতর) কঠোর শাস্তি রহিয়াছে। ইহা এই কারণে যে উহারা ভালবাসে পার্থিব জীবন-যাপনকে

عَلَى الْآخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

আলাল্ আখেরাতে, অআন্‌নাল্লা-হা লা- য়্যাহ্‌দেল্ কাওমাল্ কা-ফেরীন্।

পরকালের উপর, আর আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনই হেদায়েত দান করেন না যাহারা কুফরী করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ

উলা—একাল্‌লাজীনা তাবাআল্‌লা-হো আলা কোলুবেহিম্ অছাম্‌এহিম্ অআব্‌ছা-রেহিম্,

ইহারাই সেই লোক যাহাদের অন্তঃকরণের উপর ও যাহাদের কর্ণের উপর ও যাহাদের চক্ষের উপর আল্লাহ মোহর করিয়া দিয়াছেন,

وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ

অউলা—একা হোমোল্ গা-ফেলূন্। লা-জারামা আন্নাহুম্ ফেল্-আ-খেরাতে হোমোল্

আর ইহারাই (প্রথম শ্রেণীর) অসতর্ক। নিঃসন্দেহ পরকালে ইহারাই হইবে

الْخٰسِرُوْنَ ○ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا

খা-ছেরূন। ছোম্মা ইন্না রাব্বাকা লেল্লাজীনা হা-জারু মেম্বা'-দে মা- ফোতেনূ

ক্ষতিগ্রস্ত। অনন্তর নিশ্চয় তোমার পালনকারী তাহাদের জন্য যাহারা দেশত্যাগী হইয়াছে

কষ্ট-লিপ্ত হওয়ার পরে

ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ع

৫
১৪
২০
রুকু

ছোম্মা জা-হাদূ অছাবারু—, ইন্না রাব্বাকা মেম্ বা'-দেহা- লাগাফূরোর্‌রাহীম। ৫

তৎপর (আল্লার পথে) জেহাদ করিয়াছে আর (বিবিধ কষ্টের উপর—যে-কষ্ট তাহাদিগকে দেশত্যাগী হইতে ও জেহাদ করিতে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে তাহারা) ছবর করিয়াছে, (হে নবি!) নিশ্চয়ই তোমার পালনকারী ইহার (অর্থাৎ এই সব পরীক্ষার) পরে (কেয়ামত-দিবসে) অবশ্যই ক্ষমাকারী দয়ালু।

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ

য়্যাওমা তা'-তী কুল্লো নাফ্ছেন্ তোজা-দেলো আন্ নাফ্ছেহা- অতোঅফ্‌ফা- কুল্লো

সে-দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আত্মার জন্য কলহ করিতে করিতে আসিয়া মওজুদ হইবে আর

পূরাপূরা (বিনিময়) প্রদত্ত হইবে প্রত্যেক

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

নাফ্ছেম্ মা- আমেলাৎ অহুম্ লা- ইয়োজ্‌লামূন। অদারাবাল্লা-হো মাছালান্

ব্যক্তিকে তাহার কৃতকার্য্যের আর তাহাদের প্রতি (কোনও প্রকারের) জুলুম করা হইবে না। আর

আল্লাহ বর্ণনা করিতেছেন মেছাল

قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا

কার্‌য়্যাতান্ কা-নাৎ আ-মেনাতাম্ মোৎমাএন্নাতাই য়্যা'-তীহা- রেয্‌কোহা- রাগাদাম্

একখানি গ্রামের যে তথাকার লোকেরা (সর্ব্ব বিষয়ে) শান্তি ও নিরাপদতার সহিত বাস করিত

তাহাদের কাছে চলিয়া আসিত তাহাদের রুজি রুটী

مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ

মেন্ কুল্লে মাকা-নেন্ ফাকাফারাৎ বেআন্ওমেল্লা-হে ফাআজা-কাহাল্লা-হো

প্রত্যেক স্থান হইতে তৎপরা তাহার আল্লার নেয়ামতের না-শোক্‌রী করিল তখন (তাহাদের কর্ম্মফল স্বরূপ) আল্লাহ্ তাহাদিগকে আস্বাদ চাখাইয়া দিলেন

لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ

লেবা-ছাল জু-এ অল্-খাও্ফে বেমা কা-নূ য়্যাছ্‌নাউন। অলাকাদ্ জা—আহুম্ রাছুলোম্

(অর্থাৎ) ক্ষুধা ও ভয়কে (তাহাদের) চাদর, (ও বিছানা) বানাইয়া দিলেন তাহাদের কার্য্যাবলীর দরুণ। আর জনৈক রছুল(৬) তাহাদের নিকটে আগমন করিয়াছিল

مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ فَكُلُوْا

মেন্‌হুম্ ফাকাজ্জাবুহো ফাআখাজা হোমোল্ আজা-বো অহুম্ জা-লেমূন্। ফাকোলূ

তাহাদেরই মধ্যেকার তখন তাহারা তাহাকে মিথ্যা জানিয়াছিল তৎফলে (আল্লার) আজাব তাহাদিগকে আসিয়া ধরিল আর প্রকৃত পক্ষে তাহারাই নাহক ছিল। (২৮) অতএব (হে মুছলমানগণ !) তোমরা (নির্ভয়ে) ভক্ষণ করিতে থাক

مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ

মেম্মা রাযাকাকোমোল্লা-হো হালা-লান্ অয়্যেবাঙ, অশ্‌কোরূ নে'মাতাল্লা-হে

আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে হালাল বিশুদ্ধ রুজী দান করিয়াছেন, আর তোমরা আল্লার নেয়ামতের শোকর কর,

(২৮) আল্লাহ্ যে গ্রামের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নামের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু যে ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়—মক্কা-ই তাহা। কারণ মুর্খতার যুগেও মক্কাবাসীগণ শান্তি ও নিরাপদতা সহকারে বাস করিত। গোটা আরব উপদ্বীপে লুট-তরাজের লহরী ছিল, কিন্তু খানা-কা'বার খাতিরে কেহই মক্কাবাসীদের দিকে চক্ষু উঠাইয়াও দেখিত না। আর মক্কা গিরিবহুলভূমি, এখানে কখনও আবাদ হয় না, পানির অত্যন্ত অভাব। তত্রাচ চতুর্দ্দিকের শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে মক্কায় আসিতেছে। সুতরাং এই শান্তি ও নিরাপদতা এবং আহার্য্যের সুব্যবস্থা মক্কাবাসীদিগের প্রতি আল্লার খুবই অনুগ্রহ এবং মক্কাবাসীর প্রতি ইহার শোকর ওয়াজেব ছিল। কিন্তু উহারা প্রকৃত দাতা ও অনুগ্রহকারী আল্লাকে ভুলিয়া বোৎপোরস্তিতে মাতিয়া পড়ে। তখন আল্লাহ্ উহাদের হেদায়েতের জন্য হজরত রছুলে আকরম(দঃ)কে পাঠান। কিন্তু উহারা তাঁহার কদর জানে নাই। এই না-শোক্‌রীর শাস্তি স্বরূপ উহারা একাদিক্রমে সাত বৎসরকাল দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত থাকে। তদুপরি মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ভয়ও মক্কাবাসীদের মনে জাগরূক থাকিত।

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

ইন কোন্তম্ ঈয়্যা-হো তা'-বোদূন। ইন্নামা- হার্রামা আলায়কোমোল্ মায়্তাতা

যদি তোমরা আল্লারই আজ্ঞাবহ হও। তিনি ত তোমাদের প্রতি (কেবল) মৃতকে হারাম করিয়াছেন

وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج فَمَنِ اضْطُرَّ

অদ্দামা অলাহ্মাল্ খেন্যীরে অমা— ওহেল্লা লেগ্বায়্‌রেল্লা-হে বেহী, ফামানেদ্‌তোর্‌রা

এবং রক্তকে আর শূকরের মাংসকে আর (তাহাকে অর্থাৎ সেই জানোয়ারকে) যাহাকে আল্লার ছাড়া (অন্য কাহাকেও তা'জীম ও নৈকট্যলাভ)-এর জন্য (জবেহ এবং) নাম-লাগানো করা হয়, (২৯) অতএব যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) মরণাপন্ন

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ وَلَا تَقُولُوا

গ্বায়্‌রা বা-গেঙ, অলা- আদেন ফাইন্নাল্লা-হা গ্বাফূরোর্‌রাহীম। অলা- তাকূলূ

না-ত (সেই ব্যক্তি আল্লার হুকুমের) বিরুদ্ধাচারী আর না-ত (আবশ্যক) সীমা অতিক্রমকারী (এরূপ অবস্থায় নাচারী পক্ষে সেই ব্যক্তি যদি কোন হারাম বস্তু ভক্ষণ করে) তবে আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর তোমরা (কাফেরগণের মত) বলিও না

لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ

লেমা- তাছেফো আল্‌ছেনাতোকোমোল্ কাজেবা হা-জা- হালা-লোঙ, অহা-জা- হারা-মোল

তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু তোমাদের জিহ্বায় আইসে (বিনা চিন্তায় বিনা বুঝে) মিথ্যামিথ্যি যে ইহা হালাল আর ইহা হারাম

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ

লেতাফ্‌তারূ আলাল্লা-হেল্ কাজেবা, ইন্নাল্লাজীনা য়্যাফ্‌তারূনা আলাল্লা-হেল্

যাহাতে (এই ভাবের বলা-কওয়াতে) তোমরা লাগিয়া যাও আল্লার প্রতি মিথ্যা দোষ চাপাইতে, যাহারা দোষ চাপাইয়া থাকে আল্লার প্রতি

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ط مَتَاعٌ قَلِيلٌ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

কাজেবা লা- ইয়্যোফ্‌লেহূন। মাতা-ওন্ কালীলোঙ, অলাহুম্ আজা-বোন্ আলীম।

মিথ্যা তাঁহাদের কখনই নাজাত নাই। (ইহা ত দুনিয়ার কতিপয় দিবসের) যৎকিঞ্চিৎ উপকারপ্রাপ্তি, আর (অবশেষ) উহাদের ব্যথাদায়ক শাস্তি হইবে।

৯৬

(২৯) ছায়্যাকুল পারার পঞ্চম রুকুতে অত্র আয়তের খোলাসা দেখুন।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا

অআলাল্লাজীনা হা-দু হার্রাম্না- মা- ক্বাছাছ্না- আলায়্কা মেন্ ক্বাব্লো, অমা-

আর (হে নবি !) আমি য়িহুদীগণের প্রতি হারাম করিয়া দিয়াছিলাম (সেই বস্তুগুলি) যাহা অগ্রে আমি তোমার সাথে বর্ণনা করিয়া চুকিয়াছি, আর (সেই সকল জিনিষের হারাম করাতে) করি নাই

ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ

জালাম্না- হুম্ অলা-কেন্ কা-নূ— আন্ফোছাহুম্ য়্যাজ্লেমূন। ছোম্মা ইন্না রাব্বাকা

আমি উহাদের প্রতি জুলুম বরং উহারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিত। (৩০) তারপর (হে নবি !) নিশ্চয়ই তোমার পালনকারী

لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

লেল্লাজীনা আমেলোছ্ছু—আ বেজ্বাহা-লাতেন্ ছোম্মা তা-বূ মেম্বা'-দে জা-লেকা

তাহাদের জন্য যাহারা গোনার কাজ করিতে রহিল অজ্ঞতা বশতঃ তৎপর তওবাহ করিল ইহার পরে

وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ

অআছ্লাহূ, ইন্না রাব্বাকা মেম্ বা'-দেহা- লাগ্বাফুরোর্রাহীম। ৫ ইন্না এবরা-হীমা

আর (তওবাহ করিবার পর নিজেদের অবস্থাও) সংশোধন করিল তবে তোমার পালনকারী নিশ্চয়ই ইহার (অর্থাৎ তওবাহ ও অবস্থা সংশোন করিবার) পরে অবশ্যই ক্ষমাকারী দয়ালু।

নিশ্চয়ই এবরাহীম

৫ ১৫/২১ রুকু

كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۗ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

কা-না ওম্মাতান্ ক্বা-নেতাল্ লেল্লা-হে হানীফা-, অলাম্ য়্যাকো মেনাল্ মোশ্রেকীনা ;—

(লোকদিগের) অগ্রণীরূপে গত হইয়া গিয়াছে আল্লার আজ্ঞাবহ (বান্দা) সকল পথের দিকে প্রত্যোবর্ত্তনকারী ছিল, আর মোশ্রেকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ;—

شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ۗ اِجْتَبٰهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

শা-কেরাল্ লেআন্ওমেহী, এজ্তাবা-হো অহাদা-হো এলা- ছেরা-তেম্ মোছ্তাক্বীম।

আল্লার নেয়ামত-সমূহের শোকর-গোজার, (আল্লাহ) উহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া ছিলেন আর উহাকে (দীনের) সকল পথ(ও) প্রদর্শন করিয়া ছিলেন।

---

(৩০) ইহার উল্লেখ অষ্টম পারার পঞ্চম রুকুতে আসিয়াছে, তথায় দেখুন।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

অআ-তায়্‌না-হো ফেদ্দোন্‌য়্যা- হাছানাতান্‌, অইন্‌নাহু ফেল্‌-আ-খেরাতে লামেনাছ্‌-

আর আমি দিয়াছিলাম উহাকে (অর্থাৎ এবরাহীমকে) তুনিয়াতেও (নানাপ্রকার) কল্যাণ, আর আখেরাতেও এবরাহীম নিশ্চয়ই (আমার

الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

ছা-লেহীন। ছোম্মা আওহায়্‌না এলায়কা- আনেত্তাবে'- মেল্‌লাতা এবরা-হীমা

নেক বান্দাগণের মধ্যে হইবে। পুনশ্চ (হে নবি !) আমি অহী পাঠাইয়াছি তোমার দিকে যে তুমি অনুসরণ কর তরিকা

حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى

হানীফা-, অমা- কা-না মেনাল্‌ মোশ্‌রেকীন। ইননামা- জোএলাছ্‌ছাব্‌তো আলাল্‌-

এবরাহীম হানীফ-এর, আর এবরাহীম মোশ্‌রেকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হফ তা(র দিনে)র সম্মান ত অবশ্যকরণীয় করা গিয়াছিল কেবল তাহা-

---

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

লাজীনাখ্‌তালাফূ ফী-হে, অইন্‌না রাব্বাকা লায়্যাহ্‌কোমো বায়্‌নাহুম্‌ য়্যাও্‌মাল্‌ কেয়্যা-মাতে

দিগেরই প্রতি যাহারা (অবশেষে) উহাতে (অর্থাৎ হফতার বিষয়ে নানাপ্রকার) মতভেদ করিয়াছিল, আর (হে নবি !) তোমার পালনকারী নিশ্চয়ই উহাদের মধ্যে ফয়ছালা করিবেন কেয়ামত-দিবসে

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

ফী-মা- কা-নূ ফী-হে য়্যাখ্‌তালেফূন। ওদ্‌য়ো এলা ছাবীলে রাব্বেকা বেল্‌-হেক্‌মাতে

যে যে বিষয়ে ইহারা (পরস্পরে) মতভেদ করিতেছে। (৩১) (হে নবি ! লোকদিগকে) তুমি আহ্বান কর তোমার পালনকারী পথের দিকে জ্ঞানের কথা

---

(৩১) মুছলমানগণ আল্লার নির্দ্দেশক্রমে সপ্তাহের দিনগুলির মধ্যে শুক্রবারকে বরকত বিশিষ্ট রূপে স্থির করিয়া লওয়ায় য়িহুদী ও নাছারাগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করে। আল্লাহ উহাদের আপত্তি খণ্ডনে ফর্ম্মাইতেছেন যে, মুছলমানগণ এবরাহীমের মজহাবের অনুগামী। "ছবত" অর্থাৎ হফতার দিনের সম্মানের নির্দ্দেশ এবরাহীমের পশ্চাতে প্রদত্ত হইয়াছিল সুতরাং মুছলমানদিগের পক্ষে ইহার পালনের আবশ্যকতা নাই। আর পুনর্ব্বার যাহাদিগকে হফতার দিনের সম্মানের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহারাও উহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভেদ আনয়ন করিয়াছিল। তাহা এই যে, নাছারাগণ রবিবারকে "ছব্‌ত" অর্থাৎ হফতা স্থির করিয়াছে, আর য়িহুদীগণও হফতার সম্বন্ধে হিলার সৃষ্টি করিয়াছে। যথা—হফতার অর্থাৎ শনিবারের দিনে জীব-শিকার ইহাদের মজহাবে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইহারা অগ্র হইতে পানির বাঁধ কাটিয়া দিত, তৎফলে মৎস্য হফতার দিনে ইহাদের তৈয়ারী ডোবাগুলিতে আসিয়া জড় হইত এবং ইহারা তৎপর দিনে সেই মৎস্য শিকার করিত।

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ

অল্-মাও্‌এজাতেল্ হাছানাতে অজা-দেল্ হুম্ বেল্লাতী হেয়্যা আহ্‌ছানো, ইন্না

এবং উত্তম উপদেশের সহিত আর উহাদের সহিত বাহাছ(ও যদি কর তবে) করিবে এরূপভাবে যে তাহা (অর্থাৎ সেই বাহাছ বা তর্কালোচনা লোকের নিকট) যেন খুবই পছন্দযুক্ত হয়, (হে নবি !) নিশ্চয়ই

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

রাব্বাকা হোওয়া আ,-লামো বেমান্ দাল্লা আন্ ছাবীলেহী অহোওয়া আ'-লামো

তোমার পালনকারী তাহা(র অবস্থা)র সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞাত যে ব্যক্তি আল্লার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, আর তিনি বিশেষরূপ জ্ঞাত

بِالْمُهْتَدِينَ ○ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ط

বেল্-মোহ্‌তাদীন। অইন্ আ-ক্কাব্‌তুম্ ফাআ-কেবূ বেমেছ্‌লে মা- উকেব্‌তুম্ বেহী,

তাহাদের (অর্থাৎ সেই লোকদিগের অবস্থা) সম্বন্ধে(ও) যাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে। আর (হে মুছলমানগণ ! ধর্ম্ম-বিষয়ক তর্কালোচনায়) যদি তোমরা (বিরুদ্ধবাদীদের সহিত) নির্ম্মম ব্যবহারও কর তবে তদ্রূপই নির্ম্মম ব্যবহার করিবে যদ্রূপ (নির্ম্মম ব্যবহার) তোমাদের সাথে করা গিয়াছে,

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ○ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ

অলাএন্ ছাবার্‌তুম্ লাহোওয়া খায়রোল্‌লেছ্‌ছা-বেরীন। অছ্‌বের্ অমা- ছাবরোকা

আর যদি (বিরুদ্ধবাদীদের দুর্ব্যবহারে তোমরা) ছবর তাহা হইলে (প্রত্যেক অবস্থায়) ছবরকারী-দিগের পক্ষে ছবর উত্তম (জিনিষ)। আর (হে নবি ! বিরুদ্ধবাদীদের প্রদত্ত কষ্টে) তুমি ছবর করিবে আর তুমি ত ছবর করিতে পার না।

إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ○

ইল্লা- বেল্লা হে অলা- তাহযান আ'লায়হিম্ অলা- তাকে ফী দয়কেম্ মেম্মা-য়্যাম্‌কোরূন

খোদা(দত্ত ক্ষমতা)র ছাড়া আর তুমি ইহাদের (অর্থাৎ এই বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থার) প্রতি অনুশোচনা করিও না আর তুমি মন ছোট করিও না ইহারা (তোমার বিরুদ্ধে) যে সকল ফন্দী খাটাইয়া থাকে তজ্জন্য।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○ ع

ইন্নাল্লা-হা মাআল্লাজীনাত্তাকাও অল্লাজীনা হুম্ মোহছেনূন। ع

(কারণ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহাদেরই সঙ্গী যাহারা পরহেজগারী করে আর যাহারা (লোকদিগের প্রতি) সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

ع ১৬ ২২ রুকু

পরিশিষ্ট

১৪শ পারা—রোবামা·

সূচী-পত্র

বিষয়— পৃষ্ঠা

বিষয়— পৃষ্ঠা